

101মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থা (MFS) JAIBB এর জন্য

First Edition: September 2023

Second Edition: March 2024

Third Edition: June 2024

Fourth Edition: January 2025

Fifth Edition: June 2025

Sixth Edition: January 2026

Seventh Edition: July 2026

**This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright.
Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.**

Written By:

Mohammad Samir Uddin, CFA

Chief Executive Officer

A Leading Asset Management Company Limited

Former Principal Officer of EXIM Bank Limited

CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.

BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University

Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma

Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE

Founder: MetaMentor Center

Price: 350 Tk.

For Order:

www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center



MetaMentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

SL	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	মডিউল-এ: অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থা	4-39
2	মডিউল-বি: পেমেন্ট সিস্টেম	40-58
3	মডিউল-সি: আর্থিক ব্যবস্থা	59-86
4	মডিউল-ডি: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	87-101
5	মডিউল-ই: আর্থিক বাজার	102-136
6	মডিউল-এফ: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা	137-146
7	মডিউল-জি: আর্থিক, মুদ্রা ও পেমেন্ট সিস্টেমের নিয়ন্ত্রক কাঠামো	147-163
8	পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্র	164-170

Suggestion:

- *Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.*
- *Must read short questions and difference from all chapter.*
- *MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.*

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	মডিউল-এ: অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থা	35
*****	মডিউল-বি: পেমেন্ট সিস্টেম	23
*****	মডিউল-সি: আর্থিক ব্যবস্থা	14
**	মডিউল-ডি: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	12
*****	মডিউল-ই: আর্থিক বাজার	26
**	মডিউল-এফ: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা	11
*****	মডিউল-জি: আর্থিক, মুদ্রা ও পেমেন্ট সিস্টেমের নিয়ন্ত্রক কাঠামো	14
*****All short questions and difference from all chapter and end of note *****		

Syllabus

মডিউল-এ : অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থা: অর্থের ধারণা ও কার্যাবলি; অর্থের প্রকারভেদ; অর্থের চাহিদা; অর্থ সরবরাহের পরিমাপ: সংকীর্ণ অর্থ ও বিস্তৃত অর্থ; মুদ্রা ব্যবস্থার উপাদানসমূহ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ; বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

মডিউল-বি:: পেমেন্ট সিস্টেম: পেমেন্ট সিস্টেমের ধারণা; বিভিন্ন পেমেন্ট বিকল্প; বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতির সুফল ও কুফল (নগদ, চেক, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল পেমেন্ট, অনলাইন পেমেন্ট, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার); বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমের বিবর্তন ও অগ্রগতি।

মডিউল-সি: আর্থিক ব্যবস্থা: অর্থায়নের বিষয়বস্তু; অর্থায়নের পদ্ধতি (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ); আর্থিক ব্যবস্থার ধারণা; আর্থিক, মুদ্রা ও পেমেন্ট ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক; আর্থিক ব্যবস্থার উপাদান: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সরঞ্জাম ও আর্থিক বাজার; আর্থিক অবকাঠামো ও **উপরি-কাঠামো (Superstructure)**; বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা।

মডিউল-ডি: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন: ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (BFIs) এবং অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs); বাংলাদেশের Bs FI ও NBFIs-এর কার্যাবলি ও অগ্রগতি।

মডিউল-ই: আর্থিক বাজার: আর্থিক বাজারের কার্যাবলি; শ্রেণিবিন্যাস: মানি মার্কেট ও ক্যাপিটাল মার্কেট; ব্যাংকিং, সিকিউরিটি ও বীমা বাজার; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার (OTC বাজারসহ); মাইক্রো-ফাইন্যান্স ও মাইক্রো-ক্রেডিট বাজার; আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার।

মডিউল-এফ: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা: ইসলামি অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং; ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার মূলনীতি (সুদ নিষিদ্ধকরণ, ঝুঁকি ভাগাভাগি ইত্যাদি); ইসলাম ধর্মে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক; শরিয়াহ আইনের উৎস; ইসলামি আর্থিক সরঞ্জাম।

মডিউল-জি: আর্থিক, মুদ্রা ও পেমেন্ট সিস্টেমের নিয়ন্ত্রক কাঠামো: বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) এবং মাইক্রোক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (MRA)-এর ভূমিকা।

MetaMentor Center

মডিউল-এ :

অর্থ এবং মুদ্রা ব্যবস্থা

প্রশ্ন-০১। অর্থ কি? অর্থের বৈশিষ্ট্য/ কাজ কী কী? BPE -98th. BPE-6th.

অথবা, অর্থ কি? কীভাবে অর্থ একটি ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের জন্য মানদণ্ড (Standard of deferred payments) হিসাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করুন?

অথবা, অর্থের দুটি কার্যাবলি উল্লেখ করুন। BPE-99th, BPE-6th.

অর্থ হল বিনিময়ের একটি মাধ্যম যা মূল্যের ইঙ্গিত করে। অর্থ পণ্য ও পরিষেবা কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হিসাবের একক এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অর্থ বাস্তবিক অথবা ডিজিটাল মুদ্রা রূপে থাকতে পারে যা বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করে। সুতরাং অর্থ হলো মূল্যের পরিমাপক যা দিয়ে মানুষ বিভিন্ন পণ্য বা সেবা কেনা বেচা করে।

অর্থের বৈশিষ্ট্য/কাজ:

১. **বিনিময়ের মাধ্যম:** অর্থ পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য সার্বজনীন স্বীকৃত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
২. **হিসাবের একক:** অর্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য সাধারণ একক হিসেবে কাজ করে। অর্থ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অর্থনৈতিক গণনা সক্ষম করে।
৩. **মূল্যের ভাণ্ডার:** অর্থ সম্পদের একটি নির্ভরযোগ্য ভান্ডার হিসাবে কাজ করে যা সম্পদ সংরক্ষণ করতে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের ক্রয় ক্ষমতা ধরে রাখতে সহায়তা করে।
৪. **ভবিষ্যৎ দায়-দেনা পরিশোধের মান:** অর্থ ভবিষ্যতে ঋণ নিষ্পত্তির জন্য কাজ করে। অর্থ বিলম্বিত অর্থপ্রদানের জন্য একটি বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-০২। মুদ্রার প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ কী?

অথবা, মুদ্রা ব্যবস্থায় উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা কী কী? BPE-6th

মুদ্রাকে এর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশে প্রধানত মুদ্রা বলতে ধাতব মুদ্রা, কাগজে মুদ্রা এবং আমানত মুদ্রাকে বোঝায়।

১. **ধাতব মুদ্রা (Token Money):** ধাতব মুদ্রা সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদ্রা। আধুনিক ধাতব মুদ্রা টোকেন মানি, কারণ এর ধাতব মূল্য মুখমূল্যের চেয়ে কম।
২. **কাগজি মুদ্রা (Paper Currency):** কাগজে মুদ্রা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোট। এ ধরনের মুদ্রার নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য নেই, তবে আইনগত গ্রহণযোগ্যতার কারণে এটি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. **আমানত মুদ্রা (Deposit Money):** ব্যাংকে রক্ষিত চাহিবামাত্র আমানত, যার বিপরীতে চেক ইস্যু করা যায়, তাকে আমানত মুদ্রা বলে।
৪. **আইনগত মুদ্রা (Fiat Money):** ধাতব ও কাগজে মুদ্রা আইনগত মুদ্রা, কারণ সরকার এগুলোকে বৈধ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে।
৫. **বিশ্বাসভিত্তিক মুদ্রা (Fiduciary Money):** ব্যাংক আমানত বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় একে বিশ্বাসভিত্তিক মুদ্রা বলা হয়।

প্রশ্ন-০৩। সাধারণ মানুষের কেন অর্থ ধরে রাখে? অর্থের চাহিদার কোন উদ্দেশ্য আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কোনটি সুদের হার দ্বারা প্রভাবিত হয়? BPE-97th।

অথবা, সাধারণ মানুষ কেন অর্থ ধরে রাখে (হোল্ড করে)? কোন ধরনের অর্থের চাহিদা আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কোনটি সুদের হার দ্বারা প্রভাবিত হয়। BPE-5th।

অথবা, অর্থের চাহিদার সংজ্ঞা দাও। মানুষ কেন অর্থ হোল্ড করে বা ধরে রাখে? BPE-6th।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস (John Maynard Keynes) মানুষের কাছে নগদ টাকা রাখার তিনটি মূল কারণ বা উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন। মানুষ কেন সব টাকা খরচ বা বিনিয়োগ না করে কিছুটা নগদ ধরে রাখে, তা নিচে সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা করা হলো:

- 1. লেনদেনের উদ্দেশ্য (Transaction Motive):** মানুষ তার দৈনন্দিন কেনাকাটা এবং সাধারণ জীবনযাত্রার খরচ (যেমন: বাজার করা, যাতায়াত ভাড়া, বিল পরিশোধ ইত্যাদি) মেটানোর জন্য নগদ টাকা কাছে রাখে। যেহেতু আমাদের আয় এবং ব্যয়ের সময় ছবছ এক হয় না (যেমন: বেতন পাওয়া যায় মাসে একবার, কিন্তু খরচ হয় প্রতিদিন), তাই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় লেনদেন সহজে করার জন্য কিছু টাকা সবসময় তরল বা নগদ অবস্থায় রাখতে হয়।
- 2. সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য (Precautionary Motive):** ভবিষ্যতের যেকোনো হঠাৎ বিপদ, জরুরি অবস্থা বা অপ্রত্যাশিত খরচ (যেমন: হঠাৎ অসুস্থতা, গাড়ির দুর্ঘটনা বা চাকরি চলে যাওয়া) সামাল দেওয়ার জন্য মানুষ কিছু বাড়তি টাকা জমা বা নগদ আকারে তুলে রাখে। এটি মানুষের জন্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা বলয় হিসেবে কাজ করে, যা যেকোনো অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কাজে লাগে।
- 3. ফটকা বা সুযোগসন্ধানী উদ্দেশ্য (Speculative Motive):** ভবিষ্যতে লাভজনক কোনো বিনিয়োগের সুযোগ (যেমন: শেয়ার বা বন্ডের দাম কমে গেলে তা কেনা) লুফে নেওয়ার জন্য মানুষ নগদ টাকা হাতছাড়া করতে চায় না। বাজারে কখন ভালো লাভের সুযোগ আসবে, সেই অপেক্ষায় সম্পদের একটি অংশ ক্যাশ বা সহজে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রেখে দেওয়াকে এই উদ্দেশ্য বলা হয়।

তিনটি উদ্দেশ্যকে একসাথে আনলে (চাহিদার সূত্র)

কেইনস এই তিনটি উদ্দেশ্যকে মিলিয়ে অর্থের প্রকৃত চাহিদার একটি গাণিতিক সমীকরণ দিয়েছেন:

$$M_d/P = f(i, Y)$$

- M_d/P : অর্থের প্রকৃত চাহিদা (Real Demand for Money)
- i : নামমাত্র সুদের হার (Nominal Interest Rate)
- Y : প্রকৃত আয়ের স্তর (Real Income Level)

এই সূত্রটি দেখায় যে, বাজারে মানুষ কতটা নগদ টাকা নিজের কাছে রাখতে চাইবে, তা মূলত দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

- **আয়ের স্তর (Y) - লেনদেনের চাহিদা:** মানুষের আয় যত বাড়ে, তাদের কেনাকাটা বা লেনদেনের পরিমাণও তত বাড়ে। ফলে দৈনন্দিন কাজের জন্য নগদ টাকার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, আয়ের সাথে নগদ টাকার চাহিদার সমমুখী (Positive) সম্পর্ক।
- **সুদের হার (i) - ফটকা বা বিনিয়োগের চাহিদা:** বাজারে সুদের হার যখন অনেক বেশি থাকে, তখন মানুষ নগদ টাকা হাতে না রেখে ব্যাংকে জমা দিতে বা বন্ড কিনতে বেশি আগ্রহী হয়, কারণ সেখানে লাভ বেশি। ফলে নগদ টাকা রাখার চাহিদা কমে যায়। বিপরীতভাবে, সুদের হার কম হলে মানুষ টাকা বিনিয়োগ না করে নিজের কাছেই রেখে দেয়। অর্থাৎ, সুদের হারের সাথে নগদ টাকার চাহিদার বিপরীত (Negative) সম্পর্ক।

সংক্ষেপে: মানুষ দৈনন্দিন খরচের (লেনদেনের) জন্য কতটা টাকা রাখবে তা নির্ভর করে তার আয়ের ওপর, আর বিনিয়োগের সুযোগের (ফটকা) জন্য কতটা টাকা রাখবে তা নির্ভর করে বাজারের সুদের হারের ওপর।

প্রশ্ন-০৪। অর্থের হিসাবের একক (unit-of-account) হিসেবে কাজ করাটা একটি অর্থনীতির কার্যকারিতার জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

অর্থনীতির কার্যকর পরিচালনার জন্য অর্থের হিসাবের একক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ:

১. **স্বীকৃত পরিমাপ পদ্ধতি:** টাকা একটি স্বীকৃত পরিমাপ পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে যা পণ্য, সেবা ও সম্পদের মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করে এবং সম্পদের দক্ষ বন্টন নিশ্চিত করে।
২. **মূল্য নির্ধারণে সহায়ক:** এটি পণ্যের ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করে, যা তাদের আপেক্ষিক অভাব ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটায় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
৩. **চুক্তিভিত্তিক লেনদেন সহজ করে:** অর্থের একক হিসাব ব্যবহার করার ফলে চুক্তি ও লেনদেন স্পষ্ট ও কার্যকর হয়, যার ফলে বিভ্রান্তি ও বিরোধ কমে যায়।
৪. **অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সহায়ক:** এটি সময়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক তথ্য তুলনা করতে সহায়তা করে, যার মাধ্যমে নীতিনির্ধারক ও ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করতে পারেন এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
৫. **বিনিময়কে সহজ করে:** অর্থের হিসাবের একক বিনিময় প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে, কারণ এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা তরলতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-০৫। অর্থ কীভাবে ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করুন।

অর্থ ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে, কারণ এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা মানুষকে তাদের ঋণ বা দায় পরবর্তীতে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়। যখন কোনো লেনদেন হয় কিন্তু অর্থ প্রদান সঙ্গে সঙ্গে না হয়ে পরে করার কথা থাকে, তখন অর্থ একটি নির্ভরযোগ্য হিসাবের একক হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে সেই ঋণ বা দায়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটি গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, তাহলে সে নির্দিষ্ট সময় ধরে সেই ঋণ পরিশোধে সম্মত হয়। এই ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের শর্তাবলি দেশের প্রচলিত মুদ্রা, যেমন—বাংলাদেশি টাকা—দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা উভয়ই এই অর্থের স্থিতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের পরিশোধের মূল্য নির্ধারণ করে।

অর্থ, ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ড হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক লেনদেনকে সহজ করে তোলে, কারণ এতে উভয় পক্ষ একটি গ্রহণযোগ্য বিনিময় মাধ্যম ব্যবহার করে ভবিষ্যতে তাদের দায় পূরণ করতে পারে।

প্রশ্ন-০৬। ক) অর্থ কীভাবে মূল্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করুন। (খ) টাকাই কি একমাত্র মূল্যের ভাণ্ডার? (গ) মূল্যের ভাণ্ডার এবং অন্যান্য সম্পদ হিসাবে অর্থের মধ্যে পার্থক্য কী (ঘ) দীর্ঘমেয়াদী বস্তুগুলি কি মূল্যের ভাণ্ডার?

অর্থ কীভাবে মূল্য সংরক্ষণকারী (store of value) হিসেবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করুন। মূল্য সংরক্ষণকারী হিসেবে অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের মধ্যে পার্থক্য কী? BPE-7th.

ক) অর্থ সময়ের সাথে সাথে ক্রয় ক্ষমতার মাধ্যমে মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। মুদ্রাস্ফীতি জনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এটি সম্পদ সংরক্ষণ এবং ধরে রাখার সুযোগ প্রদান করে। অর্থ সঞ্চয় করার মাধ্যমে জনগণ ভবিষ্যত

পণ্য বা পরিষেবা গ্রহণের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে। অর্থের গ্রহণযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব মূল্যের একটি নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তোলে।

উপরন্তু, ষ্টক, বন্ড বা প্রকৃত সম্পদের মতো বিভিন্ন সম্পদে অর্থ বিনিয়োগ করা যায় যাতে এর মূল্য আরও বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে অর্থের কার্যকারিতা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সম্পদের সংরক্ষণ এবং গ্রহণ যোগ্যতা নিশ্চিত করে।

খ) না, অর্থ মূল্যের একমাত্র ভাণ্ডার নয়। যদিও অর্থ একটি বহুলভাবে স্বীকৃত এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত মূল্যের ভাণ্ডার সেখানে অন্যান্য সম্পদ রয়েছে যা এই উদ্দেশ্যটিও পরিবেশন করতে পারে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ষ্টক, বন্ড, মূল্যবান ধাতু এবং অন্যান্য পণ্য। এ সম্পদগুলি মূল্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং ব্যক্তিদের তাদের সম্পদ সঞ্চয় করতে এবং এর মান বজায় রাখার জন্য বিকল্প পছন্দ প্রদান করে।

গ)

পার্থক্যের দিক	টাকা (মূল্য সংরক্ষণের মাধ্যম)	অন্যান্য সম্পদ
তরলতা (Liquidity)	টাকা অত্যন্ত তরল; সহজে লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যায়।	নগদে রূপান্তর করতে হয়, তারপর ব্যবহার করা যায়।
স্থিতিশীলতা (Stability)	টাকার মান তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে।	মান ওঠানামা করে (যেমন শেয়ার, সোনা)।
আয়ের সম্ভাবনা (Earning Potential)	টাকা আয় বা মুনাফা উৎপন্ন করে না।	এটি আয়ের উৎস হয় (যেমন লভ্যাংশ, ভাড়া)।
ঝুঁকি (Risk)	ঝুঁকি কম।	ঝুঁকি বেশি; মান কমতে বা পরিবর্তিত হতে পারে।

ঘ) হ্যাঁ, দীর্ঘমেয়াদী বন্ড একটি স্থিতিশীল এবং নির্দিষ্ট হারে আয় প্রদান করে এবং মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। তারা সম্পদ সংরক্ষণ এবং ক্রয় ক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা প্রদান করে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য তাই দীর্ঘমেয়াদী বন্ড পুঁজি সংরক্ষণ এবং আয় উৎপাদনের একটি নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদী বন্ডগুলি মূল্যায়নের সময় ক্রেডিট ঝুঁকি এবং বাজার অবস্থা বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন-০৭। মুদ্রাস্ফীতি মূল্যের একক হিসেবে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে, বিলম্বিত অর্থপ্রদানের মাধ্যম হিসেবে একটি মান এবং মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে অর্থ ব্যবহারের উপর কী প্রভাব ফেলে?

- ১. মূল্যের একক হিসেবে:** ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি পণ্যের অর্থনৈতিক মূল্যকে (Economic Value) সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং তুলনা করা কঠিন করে তোলে।
- ২. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে:** মুদ্রাস্ফীতি পণ্য ও পরিষেবার দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে। এটি লেনদেন এবং বিনিময়ের দক্ষতাকে ব্যাহত করে।
- ৩. ভবিষ্যৎ মূল্য পরিশোধের মানদণ্ড:** অর্থ ভবিষ্যতে দেনা-পাওনা বা ঋণ পরিশোধের মান নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সময়ের সঙ্গে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ফলে ভবিষ্যতে পরিশোধযোগ্য অর্থের প্রকৃত মূল্যও কমে যেতে পারে এবং ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।
- ৪. মূল্যের ভাণ্ডার হিসেবে:** মুদ্রাস্ফীতি ক্রয় ক্ষমতা ধরে রাখার ক্ষমতাকে হ্রাস করে ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িকদেরকে মূল্যের বিকল্প ভান্ডার খুঁজতে প্ররোচিত করে যা ক্রমবর্ধমান মূল্যের বিরুদ্ধে আরও ভাল সুরক্ষা প্রদান করে, যেমন সম্পদ যা ঐতিহাসিকভাবে মূল্যস্ফীতিকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রশ্ন-০৮; বেশিরভাগ সময় অর্থের কাজকে আলাদা করা বেশ কঠিন। অর্থ সর্বদা তার কার্য সম্পাদন করে, তবে কখনও কখনও আমরা বিশেষভাবে একটিকে জোর দিতে পারি। নিম্নলিখিত প্রতিটি পরিস্থিতিতে, অর্থের কোন কাজকে জোর দেওয়া হয়েছে তা চিহ্নিত করুন।

- তাবিন্দা তার অফিসে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। সে জানে পণ্য এবং পরিষেবা কেনার জন্য সে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারবে।
- তাশফি কমলা এবং আপেলের আপেক্ষিক মূল্য গণনা করতে চায় তাই মুদ্রা ইউনিটে উদ্ধৃত প্রতিটি পণ্যের মূল্য পরীক্ষা করে।
- তন্ময় বর্তমানে বিবাহিত তিনি আশা করেন ভবিষ্যতে তার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে তার সঞ্চয় (স্থায়ী আমানত) হিসাবে অর্থের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

উত্তর

- বিনিময়ের মাধ্যম:** তাবিন্দা যখন তার দৈনন্দিন কাজের জন্য অর্থ গ্রহণ করে এবং পণ্য ও পরিষেবা কেনার জন্য তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে তখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের কার্যকারিতার উপর জোর দেয়।
- হিসাবের একক:** কমলা এবং আপেলের আপেক্ষিক মূল্য তুলনা করার সময় তাশফি কারেন্সি ইউনিটে তাদের মূল্য যাচাই করে হিসাবের একক হিসাবে অর্থের কার্যকারিতার উপর জোর দেয়।
- মূল্যের ভান্ডার:** তন্ময় ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত ব্যয় মেটানোর জন্য তার সঞ্চয় (স্থায়ী আমানত) হিসাবে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে অর্থের কার্যকারিতার উপর জোর দেয়। তিনি তার সম্পদ সংরক্ষণ এবং সময়ের সাথে সাথে এর মূল্য বজায় রাখার উপায় হিসাবে অর্থকে ব্যবহার করছেন।

প্রশ্ন-০৯। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি নিলামের মাধ্যমে সরকারি ষ্ট্রেকারি বন্ড বিক্রি করে তাহলে অর্থ সরবরাহে এই নিলামের প্রভাব কী হবে? BPE-97th

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন নিলামের মাধ্যমে সরকারি ষ্ট্রেকারি বন্ড বিক্রি করে তখন এটি অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ হ্রাস করে। এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে উল্লেখ করা হল :

- নিলাম:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিয়োগকারী এবং ব্যাংকের কাছে সরকারি বন্ড বিক্রি করার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে অর্থের সরবরাহ কমাতে সহায়তা করে।
- অর্থপ্রদান:** বিনিয়োগকারীরা এবং ব্যাংকগুলি নগদ অর্থ ব্যবহার করে এই বন্ডগুলির জন্য অর্থ প্রদান করে যার ফলে অর্থ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।
- বাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস:** যখন নগদ অর্থ এই বন্ড কেনার জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এটি বিনিয়োগকারীদের এবং ব্যাংকের হাত থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অর্থ চলে যায়, ফলে মানুষ এবং ব্যবসার মধ্যে অর্থ কম সঞ্চালিত হয়।
- অর্থের জোগান হ্রাস:** অর্থনীতিতে কম অর্থ পাওয়া গেলে, সামগ্রিক অর্থ সরবরাহ হ্রাস পায়।

সংক্ষেপে, এই বন্ডগুলি বিক্রি করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতি থেকে অর্থ বের করে নেয় ফলে ব্যয় এবং বিনিয়োগের জন্য অর্থের মোট পরিমাণ হ্রাস পায়।

প্রশ্ন-১০। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা সরবরাহের পরিমাপের মধ্যে—M1 নাকি M2—কোনটি সবচেয়ে তরল সম্পদ দ্বারা গঠিত? কোনটি তুলনামূলকভাবে বড় পরিমাপ?

M1 হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা সরবরাহ পরিমাপক গুলোর মধ্যে সবচেয়ে তরল সম্পদ নিয়ে গঠিত। এটি অর্থ সরবরাহের সবচেয়ে সংকীর্ণ পরিমাপ এবং এতে এমন অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা সহজে লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যায়। M1-এর উপাদানগুলোর মধ্যে সাধারণত থাকে জনগণের হাতে থাকা ধাতব মুদ্রা ও কাগজে টাকা এবং চাহিদাভিত্তিক আমানত (যেমন: কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা টাকা), যা যেকোনো সময় উত্তোলনযোগ্য।

অন্যদিকে, M2 হচ্ছে অর্থ সরবরাহের একটি বড় পরিমাপ, যেখানে M1-এর সব উপাদানের পাশাপাশি কিছুটা কম তরল কিছু সম্পদও অন্তর্ভুক্ত থাকে। M2-তে সঞ্চয়ী আমানত, মেয়াদী আমানত অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদিও এসব সম্পদ এখনো তুলনামূলকভাবে তরল হিসেবে বিবেচিত, তবে এগুলোর ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ থাকতে পারে বা নগদে রূপান্তর করতে কিছু সময় লাগতে পারে, যা M1-এর উপাদানগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি।

আকারের দিক থেকে M2 সাধারণত M1-এর চেয়ে বড়, কারণ এটি আরও তুলনামূলকভাবে বড় পরিমাপ সম্পদকে এর মধ্যে রাখে। M2 অর্থ সরবরাহের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে, যেখানে সবচেয়ে তরল অর্থ ছাড়াও এমন সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেগুলো তুলনামূলকভাবে কম তরল হলেও অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন.-১১: মুদ্রা ভিত্তি (Monetary Base) কী দিয়ে গঠিত? কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে মুদ্রা ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ করে? BPE-96th.

আর্থিক ভিত্তি/ monetary base দুটি প্রধান জিনিস নিয়ে গঠিত:

১. **প্রচলিত মুদ্রা:** এটি সমস্ত নগদ — যেমন নোট এবং কয়েন নিয়ে গঠিত — যা জনসাধারণের হাতে থাকে।
২. **ব্যাংক রিজার্ভ:** এটি সেই টাকা যা ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তাদের হিসাবে রাখে। এটি সর্বজনীন প্রচলনে নয় তবে ব্যাংকগুলির ব্যবহার করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক ভিত্তি/ monetary base নিয়ন্ত্রণ করে:

১. **প্রিন্টিং মানি:** এটি আরও নগদ মুদ্রণ করতে পারে প্রয়োজনে মুদ্রা বাড়ায়।
২. **ওপেন মার্কেট অপারেশন:** সরকারি বন্ড কেনা বা বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ বাড়াতে বা কমাতে পারে।
৩. **রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা:** অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন করলে ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই রিজার্ভ রাখতে হবে যে তারা কতটা ধার দিতে পারে।

এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতিতে কত টাকা থাকবে সে সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রয়োজন অনুসারে তা বৃদ্ধি বা হ্রাস করে।

প্রশ্ন-১২: অর্থের জোগান কীভাবে পরিমাপ করা হয়? M1 এবং M2 মানি সাপ্লাইয়ের মধ্যে তুলনা ও পার্থক্য দেখাও। BPE-96th.

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে সহজলভ্য মোট অর্থের পরিমাণকে অর্থের জোগান (Money Supply) বলা হয়। তারল্যের (Liquidity) ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ব্যবহার করে এটি পরিমাপ করা হয়, যার মধ্যে প্রধান হলো M1, M2 এবং কোনো কোনো সময় M3।

- **M1:** এর মধ্যে অর্থের সবচেয়ে তরল রূপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন—বাজারে প্রচলিত মুদ্রা (Currency in circulation) এবং চলতি আমানত (Demand deposits)।
- **M2:** এর মধ্যে M1-এর সবকিছুসহ সঞ্চয়ী আমানত (Savings deposits), ছোট মেয়াদি আমানত (Small time deposits) এবং মানি মার্কেট ফান্ড অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো অর্থনীতির তারল্য, মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রানীতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে এই পরিমাপগুলো ব্যবহার করে। কোন ক্যাটাগরিটি বেছে নেওয়া হবে তা নির্ভর করে সম্পদগুলো কত দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তর করা যাচ্ছে এবং লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে তার ওপর।

সাদৃশ্য (Similarity):

M1 এবং M2 দুটিই একটি অর্থনীতির অর্থের জোগানের পরিমাপ, যা বাজারে উপলব্ধ বা সচল অর্থের পরিমাণ বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য (Differences):

অর্থের জোগানকে মূলত M1 এবং M2—এই দুটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পরিমাপ করা হয়:

M1 মানি সাপ্লাই: এটি হলো অর্থের সবচেয়ে তরল (Liquid) রূপ এবং এর মধ্যে রয়েছে:

- চলতি মুদ্রা এবং কয়েন (জনগণের কাছে থাকা নগদ টাকা)।
- ব্যাংকে থাকা চলতি আমানত (যেমন: চেকিং অ্যাকাউন্ট)।
- অন্যান্য আমানত যা সহজেই নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায়।

M1 মূলত সেই অর্থের ওপর ফোকাস করে যা লেনদেনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত বা সহজলভ্য থাকে।

M2 মানি সাপ্লাই: এর মধ্যে M1-এর ভেতরের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং তার সাথে যোগ হয়:

- সঞ্চয়ী আমানত (যেমন: সেভিংস অ্যাকাউন্ট)।
- একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মেয়াদি আমানত (যেমন: এমন সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট যেগুলোর অংক খুব বড় নয়)।

প্রধান ৩টি পার্থক্যের ক্ষেত্র:

- **তারল্য (Liquidity):** M1 গঠিত হয় সবচেয়ে তরল সম্পদগুলো নিয়ে, যার মানে হলো এই টাকাগুলো লেনদেনের জন্য খুব দ্রুত এবং সহজে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে, M2-এর মধ্যে M1 ছাড়াও এমন কিছু অন্যান্য ধরনের অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা নিয়মিত খরচের জন্য এতটা সহজে ব্যবহার করা যায় না।
- **উপাদান (Components):** M1 কঠোরভাবে শুধুমাত্র কারেন্সি (নগদ টাকা) এবং চেকিং অ্যাকাউন্টের (চলতি হিসাব) মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর M2 সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট, ছোট মেয়াদি আমানত এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক (Non-institutional) মানি মার্কেট ফান্ড অন্তর্ভুক্ত করে এর পরিধিকে আরও বড় করে।
- **উদ্দেশ্য (Purpose):** অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক খরচের জন্য কতটা তরল অর্থ উপলব্ধ আছে তা পরিমাপ করতে প্রায়ই M1 ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, অর্থনীতিতে সামগ্রিক সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনা কেমন তা নির্দেশ করার জন্য এবং যা সহজে ক্যাশে রূপান্তর করে খরচ করা যাবে, এমন অর্থ মূল্যায়ন করতে M2 ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১৩। অর্থ সরবরাহের ২ (দুইটি) নির্ধারক ব্যাখ্যা করুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি সরাসরি অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করুন। BPE-96th.

অর্থ সরবরাহের দুটি প্রধান নির্ধারক হল:

১. **রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা:** রিজার্ভ হল ব্যাংকগুলিকে ন্যূনতম আমানতের বিপরীতে যে পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা বাড়ায় তখন ব্যাংকগুলির কাছে ধার দেওয়ার জন্য টাকা কম থাকে যা অর্থ সরবরাহ হ্রাস করে। রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিলে অর্থ সরবরাহ বাড়ে কারণ ব্যাংকগুলি আরও ঋণ দিতে পারে।
২. **ওপেন মার্কেট অপারেশন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন সরকারী সিকিউরিটিজ (বন্ডের মত) ক্রয় করে তখন এটি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থের সরবরাহ বাড়ায়। বিপরীতভাবে, যখন এটি এই সিকিউরিটিজগুলি বিক্রি করে তখন এটি প্রচলন থেকে অর্থ নিয়ে অর্থ সরবরাহ হ্রাস করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি সরাসরি অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

হ্যাঁ এবং না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ অনুপাত ও উন্মুক্ত বাজার কার্যক্রমের মতো নীতিগত সরঞ্জামের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এটি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কারণ অর্থ সরবরাহ ব্যাংক ও জনগণের ঋণ গ্রহণ, ঋণ প্রদান ও ব্যয় করার আচরণের উপরও নির্ভর করে।

প্রশ্ন-১৪। মুদ্রার সামগ্রিক পরিমাপ (Monetary Aggregates) কী? সংকীর্ণ অর্থ (M1) কীভাবে বিস্তৃত অর্থ (M2) থেকে ভিন্ন? BPE-97তম.

মুদ্রার সামগ্রিক পরিমাপ হলো অর্থনীতিতে মোট কত টাকা আছে তা পরিমাপ করার একটি পদ্ধতি। এটি মুদ্রাস্ফীতি, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মতো অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে। এর দুটি প্রধান ধরণ হলো সংকীর্ণ অর্থ (M1) এবং বিস্তৃত অর্থ (M2)।

১. সংকীর্ণ অর্থ (M1): সংকীর্ণ অর্থ হলো অর্থ সরবরাহের সবচেয়ে তরল (Liquid) রূপ। এর অর্থ হলো, এতে অন্তর্ভুক্ত সম্পদগুলো সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক কেনাকাটা বা ব্যয়ের জন্য ব্যবহার করা যায়। সংকীর্ণ অর্থের (M1) উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- ব্যাংকের বাইরে জনসাধারণের হাতে থাকা প্রচলিত মুদ্রা (নোট ও কয়েন)।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংক (DMBs) ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত।
- তফসিলি ব্যাংকগুলোতে রক্ষিত চাহিদা আমানত (Demand Deposits)।

২. বিস্তৃত অর্থ (M2): বিস্তৃত অর্থ হলো অর্থ সরবরাহের একটি বৃহত্তর পরিমাপক। এতে সংকীর্ণ অর্থ বা M1-এর সকল উপাদানের পাশাপাশি এমন কিছু আর্থিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা তুলনামূলকভাবে কম তরল। অর্থাৎ, বিস্তৃত অর্থের অন্তর্ভুক্ত সব টাকা বা সম্পদ সরাসরি ব্যয়ের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে না। বিস্তৃত অর্থের প্রধান বাড়তি উপাদান হলো—

- তফসিলি ব্যাংকগুলোতে রক্ষিত মেয়াদি আমানত (Time Deposits)।

M1 এবং M2-এর প্রধান পার্থক্য হলো তরলতা। M1 সরাসরি লেনদেনে ব্যবহারযোগ্য, কিন্তু M2-তে এমন অর্থ থাকে যেগুলো নগদে রূপান্তর করতে সময় বা প্রচেষ্টা লাগে।

প্রশ্ন-১৫। অর্থ সরবরাহ পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। সেই দুটি বিষয় উল্লেখ করুন।

অর্থ সরবরাহ পরিমাপের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—

১. সংজ্ঞা ও উপাদান (Definition and Composition): ব্যবহৃত অর্থ সরবরাহ পরিমাপকের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং এর গঠন বা উপাদানসমূহ বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। M1 এবং M2-এর মতো বিভিন্ন পরিমাপকগুলোর সংজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ও আর্থিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপকের অধীনে কোন সম্পদগুলোকে অর্থ সরবরাহের অংশ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে নীতিনির্ধারক ও শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি।

২. মুদ্রার সামগ্রিক পরিমাপ (Monetary Aggregates): M1 এবং M2-এর মতো অর্থ সরবরাহের পরিমাপকগুলোকে 'মুদ্রার সামগ্রিক পরিমাপ' বা মানিটারি এগ্রিগেটস হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই পরিমাপকগুলো তারল্যের (Liquidity) ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্দেশ করে এবং আর্থিক সম্পদগুলো কতটা সহজে লেনদেনে ব্যবহারযোগ্য তার প্রতিফলন ঘটায়। এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রিক পরিমাপক ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও মুদ্রানীতির ওপর এদের প্রভাব বা তাৎপর্যও ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রকাশনার জন্য বিশেষ নির্দেশিকা:

- এখানে ইতিপূর্বে আলোচিত বানান সংস্কারগুলো (যেমন: 'জরুরি', 'শ্রেণিবদ্ধ') যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
- কোনো প্রকার রেফারেন্স নম্বর বা অতিরিক্ত চিহ্ন রাখা হয়নি যাতে এটি সরাসরি বইয়ের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিতে যুক্ত করা যায়।
- প্রাসঙ্গিক ইংরেজি টার্মগুলো ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে যাতে পরীক্ষার্থীদের বুঝতে সুবিধা হয়।

প্রশ্ন-১৬। নন-লিগ্যাল টেন্ডার মানি কিভাবে গঠিত হয় এবং কেন তাদের এমনটা বলা হয়?

নন-লিগ্যাল টেন্ডার মানি (Non-legal tender money)

নন-লিগ্যাল টেন্ডার মানি বলতে এমন সব মুদ্রা বা পেমেণ্ট পদ্ধতিকে বোঝায় যা সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিনিময়ের অফিশিয়াল মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত নয়। এ ধরনের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করার জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং এগুলোর পেছনে সরকারি কোনো সমর্থন বা নিশ্চয়তা থাকে না। উদাহরণ হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি (যেমন: বিটকয়েন), বেসরকারি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বিশেষ মুদ্রা এবং বিভিন্ন বিকল্প পেমেণ্ট সিস্টেমের কথা উল্লেখ করা যায়।

এগুলোকে 'নন-লিগ্যাল টেন্ডার মানি' বলার মূল কারণ হলো, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এগুলোর কোনো আনুষ্ঠানিক বা আইনগত মর্যাদা নেই। আইনগত বৈধতা না থাকায় এ ধরনের মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত সীমিত থাকে এবং সরকারি ইস্যুকৃত মুদ্রার মতো এগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আস্থা বা বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না।

প্রশ্ন-১৭। একটি আর্থিক মান / মানিটারি স্ট্যান্ডার্ড কি?

মানিটারি স্ট্যান্ডার্ড হল স্বীকৃত আইন, অনুশীলন এবং রীতিনীতি যা একটি অর্থনীতিতে অর্থকে সংজ্ঞায়িত করে। অর্থাৎ, একটি আর্থিক মান যা একটি দেশ অর্থ হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি কাগজের মুদ্রা, সোনা, ইট, গরু বা অন্য কিছু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হোক না কেন।

মুদ্রা ব্যবস্থা হলো একটি দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত এমন একটি কাঠামো, যা নির্ধারণ করে সেই দেশে কোন ধরনের টাকা (যেমন: কাগজ বা ধাতু) চলবে এবং সেই টাকার মান বা মূল্য কেমন হবে" এটি

আইন, বিধান, অনুশীলন এবং প্রথাগুলিকে দ্বারা কোনটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত নির্ধারণ করে। মানিটারিং স্ট্যান্ডার্ড বিভিন্ন রূপ নিতে পারে যেমন কাগজের মুদ্রা, সোনার মতো মূল্যবান ধাতু বা এমনকি ক্রিপ্টোক্যারেন্সির মতো অপ্রচলিত সম্পদ। এটি প্রচলনে মুদ্রার মান, স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বস্ততা নির্ধারণের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে এবং এটি একটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেন এবং আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

প্রশ্ন-১৮. চাহিদা আমানতকে কেন M1 অর্থের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

চাহিদা আমানতকে M1 অর্থের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রধান কারণ হলো—এগুলো অত্যন্ত তরল (Highly liquid) সম্পদ এবং লেনদেনের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে এগুলো ব্যবহার করা যায়। M1 হলো অর্থ সরবরাহের একটি সংকীর্ণ পরিমাপ (Narrow measure), যা মূলত অর্থনীতিতে বিদ্যমান সবচেয়ে তরল এবং সহজে ব্যয়যোগ্য অর্থের ওপর আলোকপাত করে।

ব্যাংকগুলোতে গচ্ছিত চাহিদা আমানত বা চলতি হিসাবের স্থিতি (Balance) গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চেক, ডেবিট কার্ড কিংবা ইলেকট্রনিক স্থানান্তরের মাধ্যমে যেকোনো সময় উত্তোলন বা স্থানান্তর করতে পারেন। এই সহজলভ্যতার কারণে চাহিদা আমানত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং লেনদেন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অর্থের প্রকৃত ভূমিকা পালন করে। M1-এর সংজ্ঞায় চাহিদা আমানতকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনীতিতে দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য প্রকৃত কতটুকু অর্থ সরাসরি সহজলভ্য আছে, তার একটি সামগ্রিক এবং স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১৯। অর্থ কি মানুষকে ক্রয় ক্ষমতা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে হস্তান্তর করার সুযোগ দেয়? ব্যাখ্যা করা। BPE-97 তম।

হ্যাঁ, অর্থ মানুষকে ক্রয় ক্ষমতা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে হস্তান্তর করার সুযোগ দেয়। এখানে একটি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া হল :

১. **অর্থ সঞ্চয়** : আপনি যখন অর্থ সঞ্চয় করেন আপনি তা পরে ব্যবহার করার জন্য রাখেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আজ আপনার অর্থ ব্যয় না করেন তবে আপনি ভবিষ্যতে তা ব্যয় করতে পারেন।
২. **সময়ের সাথে মান** : অর্থ সময়ের সাথে তার মূল্য বজায় রাখে। এর মানে হল যে আজ আপনার কাছে থাকা অর্থ ভবিষ্যতে আপনাকে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ দেয়।
৩. **সুদ** : আপনি যখন একটি ব্যাংকে অর্থ জমা করেন আপনি সুদ পান। এর অর্থ ব্যাংক তাদের কাছে সঞ্চয় করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে। সুতরাং, আপনি আজকে ব্যাংকে সঞ্চয় করার অর্থ ভবিষ্যতে আপনার নিকট কাছে আরও বেশি অর্থ আসবে।
৪. **পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা** : অর্থ সঞ্চয় করে আপনি ভবিষ্যতের খরচ যেমন শিক্ষা, বাড়ি বা জরুরী প্রয়োজনীয়তার জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। এটি আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা দিবে।

উপসংহারে, অর্থ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সেতুর মতো কাজ করে। এটি আপনাকে আপনার ক্রয় ক্ষমতা নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-২০। অর্থ সরবরাহ বলতে কি বুঝায়? আপনি কিভাবে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করবেন? অর্থ সরবরাহের সংজ্ঞায় কেন আন্তঃব্যাংক আমানত অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

অথবা, অর্থ সরবরাহ কি? অর্থ সরবরাহ কি আন্তঃব্যাংক আমানত অন্তর্ভুক্ত? কেন? BPE- 97 তম।

অর্থ সরবরাহ বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতির মধ্যে আর্থিক সম্পদের মোট জমা বোঝায়। এটি ব্যক্তি, ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠানের লেনদেন এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করে।

অর্থ সরবরাহকে সাধারণত বিভিন্ন পরিমাপ বা সমষ্টিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, যেমন M1, M2 এবং M3। এই শ্রেণীবিভাগ তরলতার স্তর এবং সম্পদের প্রকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত।

M1 এর মধ্যে অর্থের সবচেয়ে তরল রূপ রয়েছে, যার অর্থ ব্যয় করার জন্য সহজলভ্য অর্থ। M1 সাধারণত ব্যাংকের বাইরের মুদ্রা, বাংলাদেশ ব্যাংকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত (ডিএমবি ছাড়া), ডিএমবিগুলির সাথে ডিমান্ড ডিপোজিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

M2 এর মধ্যে সমস্ত M1 এবং অন্যান্য ধরনের অর্থ রয়েছে যা কম তরল। এর অর্থ হল M2-এর অর্থ অবিলম্বে ব্যয় করার জন্য সহজলভ্য নয়। এটি DMBs-এর সাথে সময় আমানত / টাইম ডিপোজিট এর মধ্যে রাখে।

M3 হল সবচেয়ে বিস্তৃত পরিমাপ, M2 এর সাথে বৃহত্তর সময়ের আমানত, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ বাজার তহবিল, এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ।

আন্তঃব্যাংক আমানত, যা অন্য ব্যাংকের হিসাবে ব্যাংকগুলির দ্বারা ধারণকৃত তহবিল, অর্থ সরবরাহের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলিকে আন্তঃব্যাংক দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সাধারণ জনগণের জন্য সরাসরি গ্রহণযোগ্য অর্থের পরিবর্তে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে অভ্যন্তরীণ অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হিসাবে কাজ করে।

প্রশ্ন-২১: সরল আমানত গুণক বলতে কী বোঝায়? অথবা, বহুমুখী আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে তুমি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে?

সাধারণ আমানত গুণক/সিম্পল ডিপোজিট মাল্টিপ্লায়ার অর্থ সরবরাহের সর্বাধিক সম্ভাব্য বৃদ্ধিকে বোঝায় যা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় করা প্রাথমিক আমানতের ফলে হতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হয়। সিম্পল ডিপোজিট মাল্টিপ্লায়ার-এর সূত্র হল রিজার্ভ প্রয়োজনীয় অনুপাতের বিপরীত ভগ্নাংশ বা ব্যস্তানুপাতিক (Reciprocal)। উদাহরণস্বরূপ, যদি রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা অনুপাত ১০% হয়, তাহলে সাধারণ আমানত গুণক হবে $1/0.1$, বা ১০।

যদি রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট রেশিও ১০% হয়, তাহলে \$১০০০ ডিপোজিট \$১০০০০ পর্যন্ত অর্থ সরবরাহের সম্ভাব্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। ব্যাংকের কাছে ১০% রিজার্ভ (\$১০০) এবং বাকি ৯০% (\$৯০০) ধার দেয়। এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে, প্রাথমিক জমার উপর একটি গুণক প্রভাব তৈরি করে।

প্রশ্ন-২২। ব্যাংক কীভাবে মাল্টিপল ডিপোজিট ক্রিয়েশন মডেলের মাধ্যমে টাকা তৈরি করে তা ব্যাখ্যা করুন। ধরে নিন, রিজার্ভের প্রয়োজনীয় হার ১০% এবং প্রাথমিক আমানত ১০০ টাকা। BPE-99th।

অথবা, ব্যাংক কীভাবে অর্থ সৃষ্টি করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। “একটি একক ব্যাংক কতটুকু অর্থ সৃষ্টি করতে পারে” তা কতখানি ব্যাখ্যা করুন। BPE-5th.

ব্যাংক মাল্টিপল ডিপোজিট ক্রিয়েশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংক আমানতের একটি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করে, যা পরে পুনরায় ব্যাংকিং সিস্টেমে জমা হয়। এতে অতিরিক্ত আমানত তৈরি হয় এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

ধরা যাক:

- রিজার্ভের প্রয়োজনীয় হার (rr) = ১০%
- প্রাথমিক আমানত = ১০০ টাকা

তাহলে,

$$\Delta D = \frac{1}{rr} \times \Delta R = \frac{1}{0.10} \times 100 = 1,000$$

প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা:

১. **রিজার্ভ হোল্ডিং:** ১০% রিজার্ভের শর্ত অনুযায়ী, প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে ১০ টাকা ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে রাখতে হবে।
২. **ঋণ প্রদান:** অবশিষ্ট ৯০ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হবে।
৩. **পুনঃজমা:** ঋণ নেওয়া এই ৯০ টাকা পুনরায় ব্যাংকিং সিস্টেমে জমা হলে, একই প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়।
৪. **মাল্টিপ্লয়ার এফেক্ট:** এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক ১০০ টাকার আমানত থেকে মোট ১,০০০ টাকার আমানত তৈরি হয়।

মাল্টিপল ডিপোজিট ক্রিয়েশন মডেলের মাধ্যমে ব্যাংক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করে, যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি একক ব্যাংক সীমিত পরিমাণে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে।

যখন একজন গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, তখন ব্যাংক একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী রিজার্ভ হিসেবে রেখে দেয় এবং বাকি অংশ ঋণ দেয়। এই ঋণের টাকা ব্যয় হয়ে আবার একই বা অন্য কোনো ব্যাংকে জমা হতে পারে। কিন্তু মূল ব্যাংক কেবল তার অতিরিক্ত রিজার্ভের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দিতে পারে। এটি সম্পূর্ণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো একাধিক ধাপে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই একটি একক ব্যাংকের অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা শুধুমাত্র তার হাতে থাকা অতিরিক্ত রিজার্ভের পরিমাণ দ্বারা সীমিত থাকে। পূর্ণ অর্থ গুণনের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার বহু ব্যাংকের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

প্রশ্ন-২৩। সংক্ষেপে বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে অর্থ সরবরাহের প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করুন।

[ইঙ্গিত: টি-অ্যাকাউন্ট বা সূত্র এবং রিজার্ভ প্রয়োজনীয়] BPE-96th.

বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ সরবরাহ প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে টি-অ্যাকাউন্ট এবং রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তার ধারণা ব্যবহার করে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **আমানত (Deposits):** সাধারণ জনগণ বা ব্যবসায়ীরা তার জমানো টাকা ব্যাংকের নিকট জমা রাখে সেই অর্থ ব্যাংকের টি-অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করা হয়। একটি টি-অ্যাকাউন্ট হলো একটি সহজ লেজার যা একপাশে আমানত (সম্পদ) এবং অন্যপাশে ঋণ (দায়) দেখায়।
২. **রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা (Reserve Requirement):** ব্যাংকগুলোকে জমার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ রিজার্ভ হিসেবে রাখতে হয়। এটিকে রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা ১০% হয় এবং আপনি \$১০০ জমা দেন, ব্যাংককে \$১০ রাখতে হবে এবং \$৯০ ঋণ দিতে পারবে।

3. অর্থ সৃষ্টি (Creating Money): যখন ব্যাংক \$৯০ ঋণ দেয়, এই অর্থ অর্থনীতিতে প্রবেশ করে এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। আপনার অ্যাকাউন্টে মূল \$১০০ থেকে যায় এবং \$৯০ নতুন অর্থ হিসেবে অন্য কারও অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমানত গ্রহণ, রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা পূরণ এবং বাকি অর্থ ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন-২৪। ক্রিপ্টো কারেন্সি বিটকয়েন কি নগদ মুদ্রার বিকল্প হতে পারে? আলোচনা কর। BPE-97 অম।

বিটকয়েন, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির ধরন, নগদ মুদ্রার একটি বিকল্প হতে পারে, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- ডিজিটাল প্রকৃতি:** বিটকয়েন সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল এবং এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি লেনদেনকে দ্রুত এবং সীমাহীন করে তোলে।
- মূল্যের অস্থিরতা:** বিটকয়েনের মূল্য দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে, যা স্থিতিশীল নগদ মুদ্রার মতো নয়। এটি দৈনন্দিন ব্যবহার, যেমন মুদি পণ্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
- সীমিত গ্রহণযোগ্যতা:** সব ব্যবসায় বিটকয়েন গ্রহণ করে না। এর ব্যবহার সাধারণত অনলাইন লেনদেনে বেশি দেখা যায়, নিয়মিত দোকানে কম।
- গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা:** বিটকয়েন লেনদেনে গোপনীয়তা প্রদান করে, তবে এটি অবৈধ কার্যকলাপ এবং কম ভোক্তা সুরক্ষার উদ্বেগ তৈরি করে।
- কোনো দৃশ্যমান রূপ নেই:** নগদের মতো বিটকয়েনের কোনো দৃশ্যমান রূপ নেই, যা কিছু ব্যবহারকারীর জন্য বাধা হতে পারে।

বিটকয়েন নগদের একটি বিকল্প হিসেবে সম্ভাবনা রাখে, তবে এর মূল্য অস্থিরতা, সীমিত গ্রহণযোগ্যতা এবং শুধুমাত্র ডিজিটাল প্রকৃতি বিস্তৃত ব্যবহারের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

প্রশ্ন-২৫। টাকার পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন -এর প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন। BPE-6th.

টাকার পরিমাণ তত্ত্ব, এর প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতা:

টাকার পরিমাণ তত্ত্ব বলে যে একটি দেশের সাধারণ মূল্যস্তর মূলত নির্ধারিত হয় অর্থের মোট যোগানের ওপর।

এই তত্ত্ব বোঝাতে সাধারণত বলা হয়—

অর্থের পরিমাণ × অর্থের গতিবেগ = মূল্যস্তর × উৎপাদন।

এই তত্ত্ব ধরে নেয় যে স্বল্পমেয়াদে অর্থের গতিবেগ এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না। তাই অর্থের যোগান বাড়লে মূল্যস্তরও একই হারে বাড়ে। এ কারণে তত্ত্বটি মনে করে যে অতিরিক্ত অর্থই মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ। তাই মূল্যস্থিতি বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রভাব

- এই তত্ত্ব জানায় যে অর্থের যোগান বারবার বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি ও বারবার বাড়বে।

- মূল্যস্থিতি বজায় রাখতে আর্থিক নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এ কথাটি স্পষ্টভাবে বোঝায়।

- দীর্ঘমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সাধারণত অর্থের যোগান বৃদ্ধির সাথে যুক্ত—এ ধারণা তুলে ধরে।

- স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থের যোগান স্থির রাখা দরকার—এই বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে।

সীমাবদ্ধতা

১. বাস্তবে অর্থের গতিবেগ স্থির থাকে না; প্রযুক্তি, আর্থিক ব্যবস্থা ও মানুষের আস্থার পরিবর্তনের কারণে এটি বদলে যায়।

২. উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে না; উৎপাদনশীলতা বাড়লে অর্থের যোগান বৃদ্ধির প্রভাব কমে যেতে পারে।

৩. মুদ্রাস্ফীতি সব সময় অর্থের কারণে হয় না; সরবরাহ ঘাটতি, ব্যয় বৃদ্ধি, আমদানির মূল্য বৃদ্ধি এবং কাঠামোগত সমস্যার কারণেও হতে পারে।

৪. তত্ত্বটি বাস্তব অর্থনীতির জটিলতা, মজুরির কঠোরতা, বাজারের সীমাবদ্ধতা এবং স্বল্পমেয়াদি ওঠানামার প্রভাবকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, টাকার পরিমাণ তত্ত্ব অর্থের যোগান ও মূল্যস্তরের সম্পর্ক সহজভাবে ব্যাখ্যা করে, তবে আধুনিক অর্থনীতির সকল ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ব্যাখ্যা করতে এই তত্ত্ব যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন-২৬। বাংলাদেশ ব্যাংক কী ধরনের নীতিগত হাতিয়ার বা উপকরণ ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? BPE-99th.

উত্তর: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত নীতিগত উপকরণগুলো ব্যবহার করে থাকে:

- ১. নীতি সুদের হার বৃদ্ধি (Bank Rate):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করলে ব্যাংকগুলোর জন্য ঋণ নেওয়া ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। এর ফলে সাধারণ গ্রাহক ও ব্যবসায়ীরা ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হয়, যা অর্থনীতিতে অর্থের জোগান বা সরবরাহ কমিয়ে দেয়।
- ২. খোলা বাজার কার্যক্রম (Open Market Operations - OMO):** বাজার থেকে অতিরিক্ত তারল্য বা নগদ অর্থ তুলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারি বন্ড বা সিকিউরিটিজ বিক্রি করে। এর ফলে মানুষের হাতের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চলে আসে এবং বাজারে টাকার প্রবাহ কমে।
- ৩. পরিবর্তনশীল সংরক্ষিত তহবিলের হার (Variable Reserve Requirements):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (CRR) বা স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও (SLR) বাড়িয়ে দেয়, তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের একটি বড় অংশ অলসভাবে জমা রাখতে হয়। এতে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা হ্রাস পায়।
- ৪. নৈতিক প্ররোচনা বা অনুরোধ (Moral Suasion):** কোনো কঠোর আইন প্রয়োগ না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয় বা উদ্বুদ্ধ করে যাতে তারা বাজারে অতিরিক্ত অর্থপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ঋণনীতি অনুসরণ করে।
- ৫. বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা (Exchange Rate Management):** মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। মুদ্রার বিনিময় হারে বড় ধরনের ওঠানামা রোধ করা সম্ভব হলে নিত্যপণ্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা সহজ হয়।

এই নীতিগত হাতিয়ারগুলো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা হ্রাস করে, পণ্য ও সেবার মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন -২৭। আপনি মুদ্রা ব্যবস্থা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন? মুদ্রা ব্যবস্থার উপাদানগুলো কী কী? এটি আর্থিক ব্যবস্থার থেকে কীভাবে ভিন্ন?

অথবা, মুদ্রা ব্যবস্থার উপাদানগুলো কী কী? BPE96th.BPE-6th.

মুদ্রা ব্যবস্থা: মুদ্রা ব্যবস্থা এমন একটি কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝায় যা অর্থনীতির মধ্যে মুদ্রা তৈরি, বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ম, নীতি এবং প্রক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে।

মুদ্রা ব্যবস্থার উপাদানগুলো:

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রয়োগ, অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
২. **মুদ্রা:** দৃশ্যমান নোট এবং কয়েন, পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থের রূপ মুদ্রা ব্যবস্থার অংশ।
৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অর্থ প্রদান সুবিধা প্রদান এবং ক্রেডিট তৈরি করে যা অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।
৪. **মুদ্রানীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত নীতি যা সুদের হার, ঋণ পাওয়া সহজ করা এবং অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে এবং মুদ্রাস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মুদ্রা ব্যবস্থা বনাম আর্থিক ব্যবস্থা: মুদ্রাব্যবস্থা মূলত অর্থের সৃষ্টি, সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে, আর্থিক ব্যবস্থা অনেক বেশি বিস্তৃত। এতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক বাজার, বিনিয়োগ, তহবিল স্থানান্তর, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মুদ্রা ব্যবস্থা অর্থ সরবরাহ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয়।

- আর্থিক ব্যবস্থা মূলধন বাজার, বীমা ও সিকিউরিটিজের মতো খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- আর্থিক ব্যবস্থা মুদ্রা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে কাজ করে, তবে এটি সম্পদ বরাদ্দ এবং আর্থিক লেনদেন আরও বিস্তৃতভাবে পরিচালনা করে।

প্রশ্ন-২৮। নিয়ার মানি (Near Monies) কী?

অথবা, নিয়ার মানি বলতে কী বোঝায়? অন্তত দুটি উদাহরণ দিন। [BPE-5th]

নিয়ার মানি বলতে এমন আর্থিক সম্পদকে বোঝানো হয় যা খুব সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য হলেও সরাসরি লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণ হিসেবে সঞ্চয় হিসাব, স্বল্প-মেয়াদি সরকারি সিকিউরিটিজ এবং মানি মার্কেট ফান্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের সম্পদগুলো স্থিতিশীল এবং দ্রুত নগদে রূপান্তরযোগ্য হওয়ার কারণে অর্থের বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়, যদিও এরা সাধারণত কিছু পরিমাণ সুদ আয় করে।

সাধারণ উদাহরণ হিসেবে সঞ্চয় হিসাব, স্বল্প-মেয়াদি সরকারি সিকিউরিটিজ এবং মানি মার্কেট ফান্ড উল্লেখযোগ্য। অর্থ-সদৃশ সম্পদ তারল্য ও নিরাপত্তা প্রদান করে, তবে তাত্ক্ষণিক খরচ করার ক্ষমতা থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রা সরবরাহ বিশ্লেষণের সময় অর্থ-সদৃশ সম্পদকে বিবেচনায় নেন, কারণ এটি ব্যয় ও বিনিয়োগের প্রবণতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মুদ্রানীতির ওপর প্রভাব ফেলে।

উদাহরণ:

- ১। **সঞ্চয় হিসাব** – অর্থ নিরাপদে রাখা যায় এবং সহজেই উত্তোলনযোগ্য, তবে সরাসরি লেনদেন করা যায় না।
- ২। **ট্রেজারি বিল (T-bills)** – স্বল্প-মেয়াদি সরকারি বন্ড, যা দ্রুত নগদে রূপান্তর করা যায়।

প্রশ্ন-৯৯। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য দীর্ঘমেয়াদী তারল্য সহায়তা প্রদান কি স্থিতিশীল ব্যাংকিং শিল্পের জন্য ভালো কাজ? আলোচনা করুন। BPE-98th.

ইতিবাচক দিকসমূহ:

- আর্থিক স্থিতিশীলতা:** এটি ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়া এবং সিস্টেমিক সংকট প্রতিরোধে সহায়তা করে, যা ব্যাংকগুলিকে তাদের দায় পূরণে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করে।
- বিশ্বাস বজায় রাখা:** বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান করে আমানতকারী এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে, ব্যাংক থেকে আমানত উত্তোলনের প্রবণতা প্রতিরোধ করে এবং ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** দীর্ঘমেয়াদী তারল্যে বজায় থাকলে ব্যাংকগুলিকে ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের ঋণ প্রদানে সক্ষম করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমর্থন করে।

নেতিবাচক দিকসমূহ:

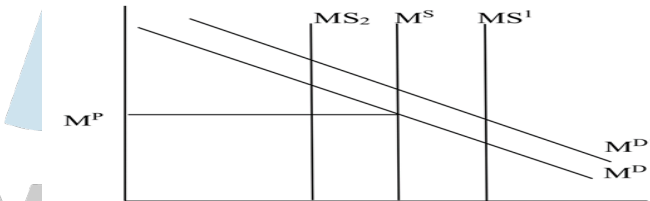
- নৈতিক ঝুঁকি:** ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে যা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ এবং দুর্বল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে নিয়ে যেতে পারে।
- বাজার সংকেতের বিকৃতি:** দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা ব্যাংকিং খাতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো আড়াল করতে পারে যা প্রয়োজনীয় সংস্কার বিলম্বিত করে।

সারসংক্ষেপ: দীর্ঘমেয়াদী তারল্য সহায়তা স্বল্পমেয়াদে ব্যাংকিং শিল্পের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো সমাধান করা এবং ব্যাংকগুলোকে বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১০০। টাকার মূল্য বলতে কি বুঝ?

অথবা, টাকার মূল্য কী এবং এটি কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? BPE-99th.

টাকার মূল্য হিসাবে সুদের হার পরিচিত। একটি বাজার-ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, টাকার দাম বা সুদের হার নির্ধারণ করা হয় টাকার চাহিদা (M^D) এবং অর্থের যোগান (M^S) এর মধ্যে ছেদ করে যা নীচের দেখানো হলো:



সুদের হারের পরিবর্তনগুলি বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে কী কারণে অর্থের চাহিদা এবং সরবরাহের বক্ররেখা স্থানান্তরিত হয়। দুটি কারণ অর্থের চাহিদা পরিবর্তন করে: আয় এবং মূল্য স্তর। John Maynard Keynes এর মতে, দুটি কারণ রয়েছে কেন আয় অর্থের চাহিদাকে প্রভাবিত করবে। **প্রথমত**, একটি অর্থনীতি প্রসারিত হয় এবং আয় বৃদ্ধি পায়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ মূল্যের ভাঙুর হিসাবে আরও বেশি অর্থ রাখতে চায়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির প্রসারণ এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে, জনগণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ ব্যবহার করে আরও বেশি লেনদেন করতে চাইবে, ফলস্বরূপ তারা আরও বেশি অর্থ রাখতে চাইবে। অন্যদিকে, যখন দামের স্তর

বেড়ে যায়, তখন একই নামমাত্র পরিমাণ অর্থ আর মূল্যবান থাকে না এটি অনেকগুলি আসল পণ্য বা পরিষেবা কেনার জন্য ব্যবহার করা যায় না। প্রকৃত অর্থে তাদের অর্থের ধারণকে পূর্বের স্তরে পুনরুদ্ধার করতে জনগণ একটি বৃহত্তর নামমাত্র পরিমাণ অর্থ রাখতে চাইবে।

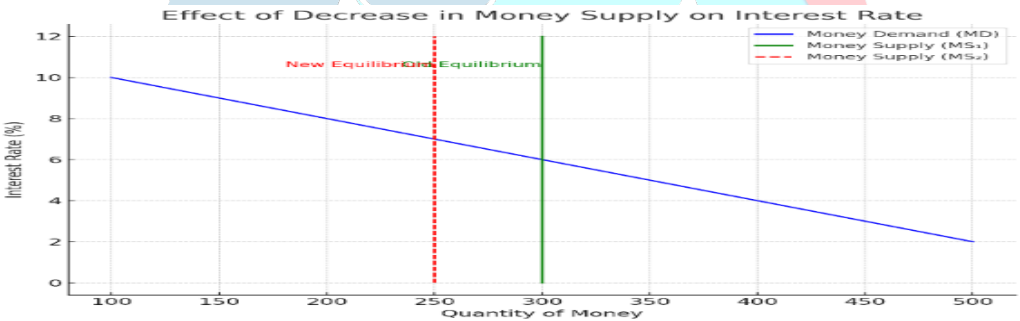
অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে, এটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাভাবিক উর্ধ্বমুখী ঢালু সরবরাহ বক্ররেখা থেকে ভিন্ন, অর্থ সরবরাহ বক্ররেখা উল্লম্ব, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি নামমাত্র লাভ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় না, বরং তারা জাতীয় স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা প্রণয়নকৃত অর্থ সরবরাহে বৃদ্ধি (হ্রাস) অর্থের সরবরাহ বক্ররেখাকে ডানে (বামে) স্থানান্তরিত করবে।

প্রশ্ন-৩১। যদি অর্থ সরবরাহ হ্রাস পায়, তাহলে অর্থের মূল্য (সুদের হার)-এর কী অবস্থা হবে? একটি চিত্রসহ দেখান। [BPE-5th]

যখন অর্থ সরবরাহ হ্রাস পায়, তখন অর্থনীতিতে লেনদেনের জন্য কম পরিমাণ অর্থ থাকে। ফলে ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা সীমিত অর্থ ধার করার জন্য প্রতিযোগিতায় পড়ে। এই প্রতিযোগিতার ফলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়, যাকে সুদের হার বলা হয়।

অর্থবাজার মডেল অনুযায়ী, অর্থের সরবরাহ একটি উল্লম্ব রেখা দ্বারা দেখানো হয় যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অর্থের চাহিদা নিম্নগামী একটি রেখা দ্বারা দেখানো হয়। যখন অর্থের সরবরাহ বাম দিকে সরে যায়, তখন এটি একটি নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করে যেখানে সুদের হার বেশি হয়। এতে ঋণ গ্রহণ ও ব্যয় কমে যায়, যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

চিত্রের বর্ণনা: এই প্রভাবটি বোঝাতে এখন একটি লেবেলযুক্ত গ্রাফ তৈরি করা হবে, যেখানে অর্থ সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে সুদের হার কীভাবে বাড়ে, তা দেখানো হবে।



গ্রাফটি দেখায় যে, অর্থ সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে (MS_1 থেকে MS_2 -এ স্থানান্তর) সুদের হার বা অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৩২। আন্তঃব্যাংক সহযোগিতা শক্তিশালী করা এবং একটি সক্রিয় সেকেন্ডারি মানি মার্কেট গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

১. আন্তঃব্যাংক সেটেলমেন্ট অবকাঠামো উন্নয়ন: বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত RTGS, BACH এবং NPS আরও শক্তিশালী করা, যাতে আন্তঃব্যাংক লেনদেন দ্রুত, নিরাপদ এবং বিঘ্নহীনভাবে সম্পন্ন হয়। কার্যকর সেটেলমেন্ট বাজারে তারল্য ও আস্থা বৃদ্ধি করে।

২. **স্বচ্ছতা এবং তথ্যপ্রবাহ বাড়ানো:** কল মানি হার, তারল্য অবস্থান, বাজারের লেনদেন পরিমাণ এবং নীতিগত সংকেত নিয়মিত প্রকাশ করলে ব্যাংকগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বাজারের কার্যকারিতা বাড়ে।
৩. **রেপো ও রিভার্স রেপো কার্যক্রম শক্তিশালী করা:** রেপো নিলাম, রিভার্স রেপো সুবিধা এবং স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদি তারল্য সহজে পরিচালনা করা সম্ভব। এটি আন্তঃব্যাংক বাজারকে স্থিতিশীল রাখে।
৪. **প্রাইমারি ডিলার (PD) সিস্টেম শক্তিশালী করা:** বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত প্রাইমারি ডিলারদের সরকারি সিকিউরিটিজ কেনা-বেচায় আরও সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এতে সেকেন্ডারি বাজারে লেনদেন বাড়ে এবং আন্তঃব্যাংক সম্পর্ক উন্নত হয়।
৫. **নিয়ন্ত্রক জটিলতা কমানো:** আন্তঃব্যাংক ঋণদান, এক্সপোজার সীমা, নথিপত্র এবং অনুবর্তিতা সংক্রান্ত নির্দেশনা সহজ করলে ব্যাংকগুলো আরও সক্রিয়ভাবে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে অংশ নিতে পারবে।
৬. **ট্রেজারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়ানো:** ট্রেজারি কার্যক্রম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, RTGS ব্যবহারের নিয়ম, বৈদেশিক মুদ্রা সেটেলমেন্ট এবং বাজার আচরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিলে ব্যাংকগুলোর পেশাগত সক্ষমতা বাড়বে।
৭. **তারল্য অবস্থা ও নীতিগত দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করা:** তারল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম দিকনির্দেশনা দিলে ব্যাংকগুলো স্বল্পমেয়াদি তহবিল দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং সেকেন্ডারি মানি মার্কেট ব্যবহারে আরও আগ্রহী হয়।

প্রশ্ন-৩৩। কেইনসিয়ান অর্থের চাহিদার ফাংশন লিখুন এবং ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th.

অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস প্রস্তাবিত কেইনসিয়ান অর্থের চাহিদার ফাংশনটি নিম্নরূপ উপস্থাপিত হয়:

$$Md = k \cdot Y$$

যেখানে:

Md অর্থের চাহিদা বোঝায়।

k হলো আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ যা অর্থ হিসাবে রাখা হয়।

Y আয় বা উৎপাদন বোঝায়। কেইনস যুক্তি দেন যে লেনদেন এবং সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে মানুষ অর্থ ধরে রাখে এবং অর্থের চাহিদা আয়ের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। যখন আয় বৃদ্ধি পায়, তখন ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর করতে এবং অপ্রত্যাশিত খরচ মেটানোর জন্য আরও অর্থ রাখতে চায়। k প্যারামিটারটি প্রতিফলিত করে যে আয়ের কত অংশ ব্যক্তির অর্থ হিসাবে রাখতে চায়। কেইনসের মতে, অর্থসরবরাহে পরিবর্তন, যা সুদের হারের উপর প্রভাব ফেলে, স্বল্পমেয়াদে অর্থের চাহিদার উপর সীমিত প্রভাব ফেলে, কারণ ব্যক্তি তাদের আয় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে তাদের ব্যয় এবং সঞ্চয় আচরণ সামঞ্জস্য করে।

প্রশ্ন-৩৪। চাহিদা ও মেয়াদী আমানতের ধীর প্রবৃদ্ধি কি অর্থনীতির জন্য খারাপ/ভালো সংকেত ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th

চাহিদা এবং সময় আমানতের ধীর প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে অর্থনীতির জন্য উভয় ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সংকেত নির্দেশ করতে পারে।

নেতিবাচক সংকেত:

1. **অর্থনৈতিক দুর্বলতা:** . চাহিদা এবং সময় আমানতের ধীর প্রবৃদ্ধি, দুর্বল ভোজ্য চাহিদা, দুর্বল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং নিম্ন বিনিয়োগের প্রতিফলন।
2. **নিম্ন সুদের হার:** এটি ধারাবাহিকভাবে আমানত প্রবৃদ্ধি বা সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করে এবং বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।

ইতিবাচক সংকেত:

1. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** চাহিদা এবং সময় আমানতের ধীর প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে ভোজ্য এবং ব্যবসায়িকরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী এবং তরল সম্পদ ধরে রাখার কম প্রয়োজন অনুভব করে।
2. **বিনিয়োগের সুযোগ:** এটি ইঙ্গিত করে ব্যবসায়িকরা নগদ অর্থ ধরে রাখার পরিবর্তে উৎপাদনশীল সম্পদে বিনিয়োগ করছে, যা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

সার্বিকভাবে, ধীর আমানত প্রবৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে উদ্বেগ বাড়াতে পারে, তবে এর প্রভাবগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে অর্থনৈতিক অবস্থার গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৩৫। মুদ্রাস্ফীতি কী? চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতি ও ব্যয়ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিন। [BPE-5th]

অথবা, মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান চাহিদা-জনিত এবং যোগান-জনিত কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন। BPE-7th.

মুদ্রাস্ফীতি বলতে অর্থনীতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধিকে বোঝায়। যখন দাম বাড়ে, তখন অর্থের মূল্য কমে যায়—অর্থাৎ একই অর্থ দিয়ে আগের চেয়ে কম পরিমাণে জিনিস কেনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আজ একটি পাউরুটির দাম ৫০ টাকা হয় এবং এক বছর পর সেটি হয় ৫৫ টাকা, তবে সেটিই মুদ্রাস্ফীতি। একটি বিকাশমান অর্থনীতিতে সামান্য মুদ্রাস্ফীতি স্বাভাবিক, তবে অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে কারণ জিনিসপত্র দ্রুত দামি হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি তখনই ঘটে যখন চাহিদা বেশি হয় অথবা উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতি (Demand-pull inflation): এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি তখন ঘটে যখন অর্থনীতিতে মানুষ পণ্য ও সেবা কেনার জন্য যতটা চায়, তার চেয়ে কম পরিমাণে সরবরাহ থাকে। চাহিদা সরবরাহকে ছাড়িয়ে গেলে বিক্রেতারা দাম বাড়িয়ে দেয়। এটি সাধারণত তখনই ঘটে যখন অর্থনীতি বেড়ে ওঠে এবং মানুষের হাতে ব্যয় করার মতো বেশি অর্থ থাকে।

ব্যয়ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push inflation): এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে যখন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়। যেমন কাঁচামাল, শ্রম মজুরি বা জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পেলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদন খরচ সামাল দিতে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির চাহিদা-জনিত কারণসমূহ:

1. **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পণ্যের মূল্যস্তর উর্ধ্বমুখী হয়।
2. **ঋণ সম্প্রসারণ (Credit Expansion):** ব্যাংকের অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের ফলে অর্থ সরবরাহ ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা পণ্য ও সেবার চাহিদা বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।
3. **রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি:** বিদেশ থেকে অধিক রেমিট্যান্স আসলে পরিবারের আয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৪. **ব্যক্তিগত ভোগব্যয় বৃদ্ধি:** ভোক্তা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ব্যয় অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।

- মুদ্রাস্ফীতির সরবরাহ -জনিত কারণসমূহ:

১. **জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি:** জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়, যা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে।
২. **মুদ্রার অবমূল্যায়ন (Currency Depreciation):** দেশীয় মুদ্রার মূল্য কমে গেলে আমদানিকৃত পণ্য ও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।
৩. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষি উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করে।
৪. **আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য ও কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পেলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, চাহিদা-পক্ষীয় ও সরবরাহ-পক্ষীয় এসব কারণ একত্রে বাংলাদেশের সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি করে এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-৩৬। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে সংরক্ষিত তহবিলের হার ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি কমায়? BPE-5th.

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি কমাতে সংরক্ষিত তহবিলের হার ব্যবহার করে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষিত তহবিলের হার বাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট আমানতের একটি বড় অংশ রিজার্ভ হিসেবে রাখতে হয় এবং তারা কম ঋণ দিতে পারে। এতে অর্থ সরবরাহ হ্রাস পায় কারণ নতুন ঋণ কম তৈরি হয়। অর্থনীতিতে কম অর্থ থাকায় মানুষ কম ব্যয় করে এবং পণ্যের চাহিদা কমে যায়, ফলে মূল্যও কমে আসে, যা মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি রিজার্ভ অনুপাত ১০% থেকে বাড়িয়ে ১৫% করা হয়, তবে ব্যাংকগুলোকে আরও বেশি অর্থ অলসভাবে রিজার্ভে রাখতে হয়, ফলে তারা নতুন আমানত তৈরি করতে কম সক্ষম হয়। অর্থ সরবরাহে এই সংকোচন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ধীর করে দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমায়। এই প্রক্রিয়া মুদ্রানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-৩৭। মূল্য স্থিতিশীলতা" এবং "পূর্ণ কর্মসংস্থান" এর উদ্দেশ্যসমূহ একই সাথে অনুসরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভাব্য কী কী সমঝোতা (trade-off) এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তা আলোচনা কর। BPE-7th.

একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো **মূল্য স্থিতিশীলতা** বজায় রাখা এবং **পূর্ণ কর্মসংস্থান** নিশ্চিত করা। তবে এই দুটি লক্ষ্য একসাথে অর্জন করা সহজ নয়, কারণ এদের মধ্যে প্রায়ই একটি সমঝোতা (trade-off) থাকে।

সমঝোতা (Trade-off): যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন সাধারণত সুদের হার বৃদ্ধি করে এবং অর্থের যোগান কমায়। এতে ঋণ গ্রহণ ব্যয়বহুল হয়ে যায়, ফলে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম কমে যায়। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি ধীর হয়ে যায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে।

অন্যদিকে, যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মসংস্থান বাড়াতে চায়, তখন সুদের হার কমায় এবং অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে। এতে বিনিয়োগ ও ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি একসাথে করা বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদে কঠিন হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্মুখীন চ্যালেঞ্জসমূহ:

প্রথমত, কোন লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রানীতির প্রভাব অর্থনীতিতে আসতে সময় লাগে, ফলে ফলাফল তাৎক্ষণিক হয় না।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি, বিনিময় হার পরিবর্তন এবং সরবরাহজনিত ধাক্কা নীতিনির্ধারণকে জটিল করে তোলে।

চতুর্থত, ভবিষ্যৎ মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে মানুষের প্রত্যাশা বর্তমান মূল্যকে প্রভাবিত করে, যা নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে।

পঞ্চমত, শ্রমবাজারের দুর্বলতা এবং কম উৎপাদনশীলতার মতো কাঠামোগত সমস্যা নীতিগত সহায়তা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে সীমিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সতর্কতার সাথে নীতি সমন্বয় করে এবং যথাযথ বিবেচনার মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলতা ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হয়।

প্রশ্ন-৩৮। “কেন্দ্রীয় ব্যাংকই শেষ অবলম্বন” — ব্যাখ্যা করুন। BPE-6th.

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে **শেষ অবলম্বন** বলা হয়, কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন হঠাৎ করে তহবিল ঘাটতিতে পড়ে এবং কোথাও থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরি ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদান করে। কোনো ব্যাংক যদি গ্রাহকের টাকা উত্তোলনের চাহিদা পূরণ করতে না পারে অথবা অন্য ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ধার করতে ব্যর্থ হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি সেই ব্যাংককে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে।

এই ধরনের জরুরি সহায়তা ব্যাংকটিকে ধসে পড়া থেকে রক্ষা করে এবং আমানতকারীদের টাকা সুরক্ষিত রাখে। এর ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে না এবং অন্য ব্যাংকগুলোতেও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় না, যা না হলে বড় ধরনের আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারত।

এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান করে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, আস্থা ও স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব হলো **শেষ অবলম্বন হিসেবে আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা**। পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই ভূমিকা পুরো আর্থিক ব্যবস্থাকে নিরাপদ ও স্থির রাখতে অপরিহার্য।

Mathematical Problem

Q-01. From the following list of items, indicate if they are in M1, M2 or neither: BPE-97th.

Serial No.	Items	Amount (BDT)
1.	Line of credit with your bank	50,000
2.	Money in your pocket	10,000
3.	Money in your checking account	20,000
4.	An FDR issued from your bank	50,000
5.	Value of traveler's check in you have.	1,500
6.	A Sanchay Patra is purchased from Bangladesh bank	1,00,000

Answer:

SL NO	Items	M1	M2
01	Line of Credit with Your Bank	-	-
02	Money in Your Pocket	10,000.00	10,000.00
03	Money In your Checking Account	20,000.00	20,000.00
04	An FDR Issued from your bank	-	50,000.00
05	Value of Traveler's Check in you have	1,500.00	1,500.00
06	Sanchaypatra is purchased from Bangladesh Bank	-	-
	Total	31,500.00	81,500.00

Q-02.1. Master Formula to solve M1 and M2

As per BB: $M1 = \text{Currency outside Bank} + \text{Demand Deposits} + \text{Deposit with BB other than DMBs/ Deposit of Financial Institutions with Bangladesh Bank (Except DMBs)}$

Here, $\text{Currency outside Bank} = \text{Currency in circulation} - \text{Currency in tills of DMBs}$

And, $\text{Currency in circulation} = \text{Bangladesh Bank (BB) Notes} + \text{Government Notes \& Coins}$

Now, we will explain above formula from BB website:

Current money supply

Components	Oct, 2025	Sep, 2025	Oct, 2024	(Taka in million)	
				Percentage Changes	
				Oct, 2025 over Sep, 2025	Oct, 2025 over Oct, 2024
1. Currency Outside banks	2704497	2747242	2778107	-1.56	-2.65
2. Deposits of Financial Institutions with Bangladesh Bank (except DMBs)*	5141	5184	4828	-0.83	6.48
3. Demand Deposits with DMBs*	1951535	1956548	1945812	-0.26	0.29
4. Time Deposits with DMBs*	17289681	17190897	15606363	0.57	10.79
5. Money Supply (M1) (1+2+3)	4661173	4708974	4728747	-1.02	-1.43
6. Money Supply(M2) (4+5)	21950854	21899871	20335110	0.23	7.95

SELECTED ECONOMIC
(Money & Banking)

End of Period	Currency in Circulation			Currency in Tills of DMBs	Currency Outside Banks (3-4)	Deposits with		
	Bangladesh Bank (BB) Notes	Government Notes & Coins	Total (1+2)			From Banks	From Government	From Demand Deposits
	1	2	3			6	7	8
2009-10	49947.3	518.1	50465.4	4308.3	46157.1	7971.5	20181.1	41621.8
2010-11	59915.5	611.4	60526.9	5731.8	54795.1	9482.0	24919.8	48106.2
2011-12	64200.7	695.8	64896.5	6479.4	58417.1	11992.2	31574.2	51060.4
2012-13	74633.6	738.7	75372.3	7819.4	67552.9	16749.2	37251.7	55736.5

INDICATORS

(Banking)

TABLE-IA (Contd.)

(Taka in crore)

Deposit Money Banks (DMBs)				Monetary Aggregates			
Others		Total (excluding inter-bank) (7+10)	Deposits with BB other than DMBs	Reserve Money	Narrow Money (M1) (5+8+12)	Broad Money (M2) (9+14)	Broad Money (M3)
Time Deposits	Total (8+9)						
9	10	11	12	13	14	15	16
275042.8	316664.6	336845.7	209.4	74142.8	87988.3	363031.1	429337.2
337418.9	385525.1	410444.9	199.8	89734.4	103101.1	440520.0	510456.4
407388.1	458448.5	490022.7	243.9	97802.7	109721.4	517109.5	589840.4

Q-03.02. From the following information, measure the monetary aggregates of M1 and M2: BPE-96th

Items	Value as of December 2022 (Billion taka)
Currency in circulation	2923.60
Currency in tills of DMBS	241.80
Demand deposits	1837.40
Other checkable deposits	6.20
Time deposits	13054.30

Money market mutual fund	10.50
---------------------------------	--------------

Ans:

- **M1:** Currency in Circulation - Currency in tills of DMBS + Demand Deposits + Other Checkable Deposits.
 - $M1 = 2923.60 - 241.80 + 1837.40 + 6.20 = 4,525.40$ billion taka.
- **M2:** M1 + Time Deposits + Money Market Mutual Funds.
 - $M2 = 4,525.40 + 13054.30 + 10.50 = 17,590.20$ billion taka.

Q-03. From the following information measure the monetary aggregate of M1 & M2:

Items	Value (in millions)
Currency	75
Demand Deposit	25
Checkable Deposits/Currency in Deposit money in Banks (DMBS)	25
Traveler's Checks	10
Saving deposits	125
Small-denomination time deposits	75
Non institutional money market mutual fund shares	50
Money market deposit accounts	25

Ans:

$$\begin{aligned}
 M1 &= \text{Currency} + \text{Demand Deposits} + \text{Checkable Deposits} + \text{Travelers Cheque} \\
 &= 75 + 25 + 25 + 10 \\
 &= 135
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M2 &= M1 + \text{Savings Deposits} + \text{Time Deposits} + \text{Non institutional money market mutual fund shares} + \text{Money market deposit accounts} \\
 &= 135 + 125 + 75 + 50 + 25 \\
 &= 410
 \end{aligned}$$

Q-04. Calculate the amount of the time deposits when narrow money of around BDT 450 crore is 30% of broad money as on 30 June 2023. Calculate the amount of currency outside banks if demand deposit is almost 60% of M1 on the same date. BPE-97th.

Given that,

$$\text{Narrow Money} = \text{BDT 450 Crores.}$$

$$\text{Narrow Money is 30\% of Broad Money.}$$

$$\text{So, Broad Money is } = (450/30\%) = 1,500 \text{ Crores.}$$

$$\text{We know that, Broad Money } (M_2) = \text{Narrow Money } (M_1) + \text{Time Deposits}$$

$$\text{Or, Narrow Money } (M_1) + \text{Time Deposits} = \text{Broad Money } (M_2)$$

$$\text{Or, Time Deposits} = \text{Broad Money } (M_2) - \text{Narrow Money } (M_1)$$

$$\text{Or, Time Deposits} = \text{BDT } (1,500 - 450) \text{ Crores}$$

$$= \text{BDT 1,050 Crores.}$$

Further Given that,

Demand deposits is 60 % of M_1 (Narrow Money)

So, Demand deposits = 450 crores * 60%
= 270 crores,

We Know that,

Narrow Money (M_1) = Demand Deposits + Currency Outside Banks

Or, Demand Deposits + Currency Outside Banks = Narrow Money (M_1)

Or, Currency Outside Banks = Narrow Money (M_1) - Demand Deposits

Or, Currency outside banks = 450 crores – 270 crores
= BDT 180 crores.

Q-05.01: If Narrow Money is 25% of Broad Money, which was around Tk. 440,528 crore as on June, 2011, then what was the amount of time deposits as on the same date? If demand deposit was almost 50% of M_1 , then what was the amount of currency outside banks?

Given that,

Narrow Money = BDT 440,528 Crores.

Narrow Money is 25% of Broad Money.

So, Broad Money is = $(440,528/25\%) = 1762,112$ Crores.

We know that,

Broad Money (M_2) = Narrow Money (M_1) + Time Deposits

Or, Narrow Money (M_1) + Time Deposits = Broad Money (M_2)

Or, Time Deposits = Broad Money (M_2) - Narrow Money (M_1)

Or, Time Deposits = BDT (1,762,112 – 440,528) Crores
= BDT 1,321,584 Crores.

Further Given that,

Demand deposits is 50 % of M_1 (Narrow Money)

So, Demand deposits = 440,528 crores * 50%
= 220,264 crores,

We Know that, Narrow Money (M_1) = Demand Deposits + Currency Outside Banks

Or, Demand Deposits + Currency Outside Banks = Narrow Money (M_1)

Or, Currency Outside Banks = Narrow Money (M_1) - Demand Deposits

Or, Currency outside banks = 440,528 crores – 220,264 crores
= BDT 220,264 crores.

Q-05.02. As of June 2024, narrow money (M_1) constitutes 20% of broad money (M_2), which was reported to be Tk. 4,20,680 crore. If demand deposits make up nearly 50% of M_1 and you are given that time deposits account for a certain percentage of broad money, how would you calculate the currency outside banks? What are the implications of a large portion of demand deposits on the overall liquidity in the financial system? Additionally, explain the role of time deposits in determining the stability of money supply and its impact on the inflationary pressure.

Ans: Given that , As of June 2024

Broad Money (M_2) = 4,20,680 Crore

Narrow Money (M_1) = 20% of M_2

Demand Deposit (DD) = 50% of M_1

Currency Outside Bank (COB) = ?

There fore,

$M_1 = 4,20,680 \times 20\% = 84,136$ Crore

$DD = 84,136 \times 0.5 = 42,068$ Crore

We Know that, Narrow Money (M_1) =

Or, Demand Deposits + Currency Outside Banks = Narrow Money (M_1)

Or, Currency Outside Banks = Narrow Money (M_1) - Demand Deposits

So, Currency outside banks = $(84,136 - 42,068)$ crores
= **42,068 crores.**

A large share of **demand deposits** increases liquidity in the financial system because these deposits can be withdrawn or transferred instantly. High liquidity improves transaction efficiency and supports economic activity. However, excessive liquidity may also create inflationary pressure if money supply grows faster than production. In contrast, **time deposits** are locked for a fixed period and cannot be withdrawn immediately. They reduce short-term liquidity and make the money supply more stable. A higher share of time deposits helps control sudden expansion of money, thereby reducing inflationary pressure in the economy.

Q-06. Suppose, Bangladesh economy has the following forms of money:

	(Amount in Billion Taka)
Currency in circulation	2,778
Reserves of DMBs	3,693
Demand deposits	1,946
Time deposits	15,606

Calculate Monetary Base (M_0), M_1 , M_2 and Money Multiplier (m). BPE-5th.

Ans:

We know,

Monetary Base (M_0) = Currency in circulation (C) + Reserve of DMBs (R)

M_1 = Currency in Circulation (C) + Demand Deposit

$M_2 = M_1 + \text{Time Deposit}$

Therefore,

$M_0 = (2,778 + 3,693) = 6,471$ billion taka

$M_1 = (2,778 + 1,946) = 4,724$ billion taka

$M_2 = 4,724 + 15,606 = 20,330$ billion taka

Money Multiplier (m) for $M_2 = M_2/M_0 = 20,330/6,471 = 3.14$

Q-07. Imagine that an economy has the following monetary aggregates at the end of 31-12-2023:

Currency Outside Banks (COB)	M_1	M_2
Tk. 85,000	Tk. 2,35,000	Tk. 7,45,000

On 01-01-2024, the following transactions were executed:

(i) Encashment of an FDR worth Tk. 1,00,000 of that Sanchayapatra worth Tk. 50,000 was purchased from BB and rest of the Tk. 50,000 was deposited in a current account.

(ii) Withdrawal of Tk. 15,000 from a savings account and kept that in cash.

(iii) Cash out transaction of Tk. 20,000 with an MFS agent [MFS maintains a trust and settlement account with schedule bank.]

Calculate COB, M_1 and M_2 monetary aggregates at the end of 01-01-2024. BPE-99th.

Ans:

Date	Currency Outside Banks	M_1	M_2
31/12/2023	85,000.00	2,35,000.00	7,45,000.00
1		+50,000.00	-1,00,000.00+50,000.00
2	+15,000.00	+15,000.00	-15,000.00+15,000.00
3	+20,000.00	-20,000.00+20,000.00	
01/01/2024	1,20,000.00	3,00,000.00	6,95,000.00

Buying a Sanchayapatra from Bangladesh Bank excludes from money supply measures

MFS maintains trust and settlement account with banks. It's nature is like a current account (Part of M_1).

Alternative solution:

We know, $M_1 = \text{COB} + \text{DD}$ and $M_2 - M_1 + T$

So, $\text{DD} = M_1 - \text{COB} = 2,35,000 - 85,000 = 1,50,000$

$\text{TD} = M_2 - M_1 = 7,45,000 - 2,35,000 = 5,10,000$

Now as of 01/01/2024, $\text{COB} = 85,000 + 15,000 + 20,000 = 1,20,000$

$\text{DD} = 1,50,000 + 50,000 - 20,000 = 1,80,000$

$\text{TD} = 5,10,000 - 1,00,000 - 15,000 = 3,95,000$

Therefore, $M_1 = 1,20,000 + 1,80,000 = 3,00,000$

$M_2 = 3,00,000 + 3,95,000 = 6,95,000$

Q-08. Suppose the following table shows different forms of money of Bangladesh Economy:

(Billions of Tk.)

	2020	2021	2022
Currency Outside Bank	1840	1850	1865
Demand deposit	1944	1960	1986
Current deposit	1362	1358	1376
Savings deposit	57801	5968	6105
Time deposit	4212	4794	57901

(i) Calculate M1, and M2, money supply for each year and growth rate of M1, and M2, from the previous year.

(ii) Why are the growth rates of M1, and M2, different? Explain.

(Billion Tk.)

	2020	2021	2022
Currency Outside Bank	1840	1850	1865
Demand deposit	1944	1960	1986
Current deposit	1362	1358	1376
M1	5146	5168	5227
Savings deposit	5780	5968	6105
Time deposit	4212	4794	5790
M2	15138	15930	17122

Growth rate of Money supply = $\frac{(\text{Current Year Money Supply} - \text{Previous year Money Supply})}{\text{Previous year Money Supply}} \times 100$

$$\text{M1 growth for 2021} = \frac{5168 - 5146}{5146} \times 100 = 0.427517\%$$

$$\text{M1 growth for 2022} = \frac{5227 - 5168}{5168} \times 100 = 1.1416\%$$

$$\text{M2 growth for 2021} = \frac{15930 - 15138}{15138} \times 100 = 5.2318\%$$

$$\text{M2 growth for 2022} = \frac{17122 - 15930}{15930} \times 100 = 7.4827\%$$

ii. M1 and M2 have different growth rate because M1 is a more liquid measure of money supply. M2 contains some components that are not so liquid.

Q-09: The Bangladesh Bank published the following macroeconomic data for the fiscal year 2024–25: BPE-7th.

Indicator	Value (Tk. in billions)
Currency in circulation (C)	2,800
Demand Deposits (DD)	4,200
Time Deposits (TD)	9,500
GDP at current market prices	42,000
Net Foreign Assets (NFA) of the banking system	1,200

(a) Calculate the money supply in 2024–25. (4)

(b) Calculate the standard monetization ratio. (3)

(c) Calculate the adjusted monetization ratio. (3)

Ans:

Given that, (Tk. in billion):

Currency (C) = 2,800

Demand Deposits (DD) = 4,200

Time Deposits (TD) = 9,500

GDP = 42,000

NFA = 1,200

(a) Money Supply:

$M2 = C + DD + TD$

$= 2,800 + 4,200 + 9,500$

= 16,500

(b) Standard Monetization Ratio:

$= M2 / GDP$

$= 16,500 / 42,000$

= 0.393 (39.3%)

(c) Adjusted Monetization Ratio:

$= (M2 - NFA) / GDP$

$= (16,500 - 1,200) / 42,000$

$= 15,300 / 42,000$

= 0.364 (36.4%)

Q-10: a) Suppose the interest rate of a taxable corporate bond is 12.5% and the marginal tax rate is 40%. A tax-free municipal bond with a rate of 9.25% is also available to buy. Which security would you choose to buy? Why?

(b) A commercial bank, facing a temporary liquidity crunch, approaches Bangladesh Bank and borrows Tk. 500 crore through repo at 6.25% for 7 days. Compute the repo interest payable. BPE-7th.

Ans:

a) Formula:

After-tax return = Interest rate $\times$ (1 – Tax rate)

Calculation:

$$= 12.5\% \times (1 - 0.40)$$

$$= 12.5\% \times 0.60$$

$$= 7.5\%$$

Tax-free municipal bond return = **9.25%**

Comment : Since the after-tax return of the corporate bond (7.5%) is lower than the tax-free return of the municipal bond (9.25%), the investor should choose the tax-free municipal bond. Because it provides a higher effective return after tax, making it a better investment option.

b) Given that,

Principal (P) = Tk. 500 crore

Rate (R) = 6.25% p.a.

Time (T) = 7 days = $\frac{7}{365}$ year

Formula:

Repo Interest = $P \times R \times T$

Calculation:

$$\text{Repo Interest} = 500 \times \frac{6.25}{100} \times \frac{7}{365}$$

$$= 500 \times 0.0625 \times \frac{7}{365}$$

$$= 31.25 \times \frac{7}{365}$$

$$= \frac{218.75}{365}$$

$$= \text{Tk. 0.60 crore (approx.)}$$

Comment: The bank will pay approximately **Tk. 0.60 crore** as repo interest.

Case study

কেস-১: আরকাডিয়ায় অতিমুদ্রাস্ফীতি—যুদ্ধ এবং মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়া। BPE-6th.

পটভূমি :

আরকাডিয়া একটি খনিজসমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশ। দুই বছর ধরে দেশটিতে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে। সরকার সমুদ্রবন্দরের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু কৃষি অঞ্চল এবং তেলক্ষেত্রসহ অনেক এলাকা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে গেছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড় সমস্যা মুখে পড়েছে।

যুদ্ধের আগে দেশে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ছিল ২৫ শতাংশ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ছয় মাসে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে ২৫০ শতাংশ হয়েছে। আরকাডিয়ার মুদ্রা বিদেশি মুদ্রার তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ মান হারিয়েছে। সরকারের ব্যয় বেশি বেড়েছে এবং আয় বেশি কমে গেছে, কারণ দেশের বহু এলাকা হারানোর ফলে উৎপাদন এবং রাজস্ব উভয়ই কমে গেছে।

সমস্যা :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর জরুরি সভা ডাকলেন। অর্থ মন্ত্রণালয় যুদ্ধের খরচ মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রচুর টাকা ছাপাতে বলছে। গভর্নর বললেন, টাকা ছাপালে অতিমুদ্রাস্ফীতি হবে এবং দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। সরকার বলছে, এখনই টাকা না দিলে যুদ্ধ হারবে এবং কয়েক মাসের মধ্যে সরকার পতন হবে। গভর্নর জানেন, টাকা ছাপাতে অস্বীকার করলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে এবং মুদ্রাস্ফীতিও আরও দ্রুত বাড়বে।

সর্বশেষ অর্থপরিসংখ্যান:

(মে ২০২৪ বনাম মে ২০২৫) — আরকাডিয়ান পেসো (অর্ধ-হাজার কোটি):

উপাদান	বিবরণ	মে ২০২৪	মে ২০২৫	পরিবর্তন
সমষ্টিগত পরিমাপ	প্রচলিত মুদ্রা ও রিজার্ভ	৮০	৩২০	৩০০%
এম—এক	প্রচলিত মুদ্রা ও চলতি আমানত	২০০	৩৫০	৭৫%
এম—দুই	এম—এক + স্বণ্য + মেয়াদি আমানত	৫০০	১২০০	১৪০%

প্রশ্ন -01. সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো যুদ্ধের ফলে আরকাডিয়ার মুদ্রাব্যবস্থায় কী ধরনের নির্দিষ্ট প্রভাব পড়েছে এবং অতিমুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য কারণগুলো কী তা কী ইঙ্গিত করে?

প্রশ্ন -02. যুদ্ধের খরচ মেটাতে সরকারের প্রয়োজন এবং monetary base (M_0)-এর দ্রুত বৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন। কেন Ministry of Finance এই পদক্ষেপ নিতে CBA-কে বাধ্য করছে?

প্রশ্ন -03. কেন M_0 -এর বৃদ্ধি M_1 -এর তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে? এটি ব্যাংক ও সাধারণ জনগণের আচরণ সম্পর্কে কী ইঙ্গিত করে? কেন M_2 -এর বৃদ্ধি M_1 -এর তুলনায় অনেক দ্রুত হয়েছে?

প্রশ্ন-04: যদি CBA সরাসরি AP 500 billion প্রতিরক্ষা এবং সরকারি সংগ্রহে (defense and public procurement) অর্থায়নে সম্মত হয়, তবে M_0 -এর ওপর এর তাৎক্ষণিক প্রভাব কী হবে? আগামী ৬-১২ মাসের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি (inflation) এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের (real economic activities) সম্ভাব্য পরিণতিগুলো কী হতে পারে?

উত্তর:

প্রশ্ন -01. তথ্যগুলো দেখায় যে যুদ্ধ আরকাডিয়ায় ব্যাপক মুদ্রা সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে এবং মুদ্রা সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়েছে। ভিত্তিমুদ্রা ৮০ থেকে ৩২০-তে উঠেছে (৩০০% বৃদ্ধি), যা দেখায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিপুল পরিমাণ শক্তিশালী মুদ্রা সৃষ্টি

করেছে। লেনদেনমুখী মুদ্রা ২০০ থেকে ৩৫০—এ উঠেছে (৭৫% বৃদ্ধি) এবং মোট মুদ্রার পরিমাণ ৫০০ থেকে ১২০০—তে পৌঁছেছে (১৪০% বৃদ্ধি)। উৎপাদন কমে যাওয়ার সময়ে সব মুদ্রা সূচকের এই বৃদ্ধি দেখায়—অতিরিক্ত অর্থ কম পণ্যের পেছনে ব্যয় হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি অতিমুদ্রাস্ফীতির ক্লাসিক কারণ।

প্রশ্ন -02. যুদ্ধের ব্যয় বেড়ে গেছে এবং অর্থনীতির অংশ হারানোর ফলে কর আয় কমেছে, তাই বড় বাজেট ঘাটতি তৈরি হয়েছে। বিদেশি বা দেশীয় ঋণ পাওয়া কঠিন হওয়ায় সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নির্ভর করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটি কিনলে বা সরকারের হিসাবে অর্থ জমা দিলে নতুন ভিত্তিমুদ্রা তৈরি হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় এটি চাপিয়ে দিচ্ছে কারণ অর্থ ছাপানোই স্বল্পমেয়াদে সৈন্য, সরবরাহকারী ও সরকারি কর্মচারীদের পরিশোধের সবচেয়ে দ্রুত উপায়, যদিও এটি মূল্যস্ফীতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রশ্ন -03. ভিত্তিমুদ্রা লেনদেনমুখী মুদ্রার তুলনায় দ্রুত বেড়েছে কারণ বেশিরভাগ নতুন অর্থ সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তৈরি করছে, ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে নয়। ব্যাংকগুলো যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার কারণে সতর্ক, তাই আমানত বাড়ছে না। জনগণও সতর্ক হয়ে বেশি নগদ তুলছে। মোট মুদ্রার পরিমাণ বেশি বেড়েছে কারণ সঞ্চয় ও মেয়াদি আমানত নামমাত্র হিসাবে বেড়েছে—উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে বিদ্যমান ভারসাম্যের অর্থমূল্য বড় হয়েছে। এটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার চাপ, জনগণের নগদের চাহিদা বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক মুদ্রানীতি কার্যকারিতার ভাঙনের ইঙ্গিত দেয়।

প্রশ্ন -04. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি পাঁচশত বিলিয়ন অর্থ সরাসরি যোগ করে, তবে ভিত্তিমুদ্রা সঙ্গে সঙ্গে ওই পরিমাণে বাড়বে—৩২০ থেকে ৮২০—তে (প্রায় ১৫৬% অতিরিক্ত বৃদ্ধি)। স্বল্পমেয়াদে সরকার প্রতিরক্ষা ও সরকারি ব্যয় পরিশোধ করতে পারবে। কিন্তু পরবর্তী ছয় থেকে বারো মাসে মূল্যস্ফীতি দ্রুত বাড়বে, মুদ্রার মান আরও কমবে এবং অতিমুদ্রাস্ফীতি গভীর হবে। উৎপাদন কম থাকায় বাস্তব অর্থনীতি উন্নত হবে না; মানুষ দ্রুত অর্থ ব্যয় বা বিদেশি মুদ্রা ও বাস্তব সম্পদে রূপান্তর করতে চাইবে এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার দিকে এগোবে।

কেস-২: পশুপালন থেকে ডিজিটাল অর্থ—আধুনিক অর্থনীতিতে টাকার ভূমিকা BPE-6th

পটভূমি:

কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার দ্রুত উন্নয়নশীল একটি দেশ। সেখানে মোবাইল—ভিত্তিক আর্থিক সেবা উঠে আসার ফলে বড় পরিবর্তন হয়েছে। এম—পেসা নামের মোবাইল সেবা প্রথমে সাধারণ ফোনের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। পরে এটি শহরে জমা নেওয়া, টাকা পাঠানো, বিল পরিশোধ এবং ব্যবসার ডিজিটাল লেনদেন করার সুযোগ দিয়েছে। গ্রামে মানুষ এখন স্থানীয় ও বিদেশি টাকা গ্রহণ করতে পারে, বিল দিতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে এবং ক্ষুদ্রঋণ পেতে পারে।

২০২০ সালের মধ্যে কেনিয়ার মোট লেনদেনের অর্ধেকের বেশি মোবাইল আর্থিক মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ব্যবহারকারী সংখ্যা ২০১০ সালের ১ কোটি থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৩ কোটি ২০ লক্ষ হয়েছে।

সমস্যা

এখন লক্ষ্য হলো টাকা কীভাবে কাজ করে তা দেখা, এবং ডিজিটাল অর্থব্যবস্থা কীভাবে মানুষের আর্থিক অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে তা বোঝা।

প্রশ্নসমূহ

Q-01. কেনিয়ার ক্ষেত্রে টাকার চারটি কার্য ব্যাখ্যা করুন এবং ডিজিটাল যুগে এদের গুরুত্ব লিখুন।

Q-02. কেনিয়ার এই পদ্ধতি কি অন্য উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর হতে পারে? সফল হতে কী কী শর্ত দরকার?

Q-03. মানুষ যদি ডিজিটাল টাকার ওপর বিশ্বাস হারায় তাহলে কী ঝুঁকি তৈরি হবে?

Q-04. মূল্যবৃদ্ধি হলে ডিজিটাল ব্যবস্থায় টাকার কার্যে কী প্রভাব পড়বে?

উত্তরসমূহ:

Q-01. টাকার চারটি কার্য এবং ডিজিটাল যুগে এর গুরুত্ব:

কেনিয়ায় মোবাইল—ভিত্তিক অর্থসেবা টাকার চারটি কার্যকে আরও দ্রুত, সহজ এবং নিরাপদ করেছে।

বিনিময়ের মাধ্যম: মানুষ মোবাইল মানি দিয়ে মুহূর্তে বিল দেয়, পণ্য কেনে, টাকা পাঠায় এবং টাকা গ্রহণ করে। এতে নগদ টাকার কোনো দরকার হয় না।

মূল্য নির্ধারণের একক: সব পণ্য, বিল, পরিবহন খরচ এবং সেবার মূল্য কেনিয়ার মুদ্রায় মোবাইল প্ল্যাটফর্মে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এতে মূল্য বুঝতে সুবিধা হয়।

মূল্য সংরক্ষণের মাধ্যম: মানুষ মোবাইল ওয়ালেটে নিরাপদে টাকা রাখে। এতে টাকা চুরি বা হারানোর ঝুঁকি কমে এবং বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের নিরাপত্তা বাড়ে।

ঋণ পরিশোধের মানদণ্ড: মানুষ মোবাইল সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ নিতে পারে, কিস্তি দিতে পারে এবং সময়মতো দেনা পরিশোধ করতে পারে। এতে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক দায় পরিশোধ সহজ হয়।

Q-02. অন্য দেশে এই ব্যবস্থার সফল হওয়ার শর্ত:

এই ব্যবস্থা অনেক দেশে সফল হতে পারে, তবে কিছু শর্ত পূরণ হওয়া দরকার।

১. সেবা সস্তা এবং খুব সহজ হতে হবে, যাতে দরিদ্র ও গ্রামীণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্ট নিয়ম থাকতে হবে, যাতে নিরাপত্তা, গ্রাহক সুরক্ষা এবং জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়।
৩. শহর-গ্রাম সব এলাকায় জমা-তোলা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে মানুষ দূরে না গিয়ে লেনদেন করতে পারে।

Q-03. মানুষ ডিজিটাল টাকার ওপর বিশ্বাস হারালে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে:

মানুষ বিশ্বাস হারালে পুরো পেমেন্ট ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে।

১. মানুষ দ্রুত মোবাইল থেকে টাকা তুলে নেবে, ফলে সেবা প্রদানকারীরা চাপের মুখে পড়বে।
২. বিক্রেতারা ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ বন্ধ করতে পারে।
৩. ডিজিটাল লেনদেন কমে গেলে দেশের পেমেন্ট ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।

Q-04. মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব:

মূল্যবৃদ্ধি হলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, তাই ডিজিটাল ব্যালেন্সও বাস্তবে কম মূল্য বহন করে।

১. মূল্যবৃদ্ধি টাকার সংরক্ষণক্ষমতা দুর্বল করে।
২. পণ্যের দাম বারবার বদলালে টাকার মূল্য পরিমাপের ক্ষমতা কমে যায়।
৩. ভবিষ্যতে কিস্তি বা ঋণ পরিশোধের প্রকৃত মূল্য কমে যায়, ফলে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক চুক্তি দুর্বল হয়।

কেস- ৩: তুরস্কের উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সংকট (২০২১-২০২৩) : BPE-7th.

প্রেক্ষাপট: ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তুরস্ক বিশ্বের দ্রুততর মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়। অক্টোবর ২০২২ এ বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ৮৫% অতিক্রম করে। সুদের হার বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) সরাসরি রাজনৈতিক চাপ অনুসরণ করে নীতি হার (policy rate) ২০১৯ সালের ১৯% হতে হ্রাস করে ২০২৩ সালের প্রথম ভাগে ৮.৫% নির্ধারণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার এই অবদমন বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ধস নামায়।

২০২১ সালে তুর্কি লিরার মূল্যায়ন ৪৪% হ্রাস পায়, যার ফলে আমদানিকৃত পণ্য (জালানি, খাদ্য, যন্ত্রপাতি) আরও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। সরকারের মূল্যায়ন হ্রাসের চেষ্টায় পুঁজির বহিঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত কমে যায়। বাজারকে স্থিতিশীল করতে CBRT বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে: নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ (selected credit control) কিস্তি ফল সীমিত করা, অন্যদেশের প্রসার ঘটানো, উচ্চতর জমা (Reserve) নির্দেশনা, ডলারায়ন (dollarization) কমাতে FX সুরক্ষিত আমানত স্কিম প্রণয়ন।

সমস্যা : CBRT কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে করতে ব্যর্থ হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় নীতি সুদের হার অত্যন্ত কম ছিল। ফলস্বরূপ, মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশা (Inflation expectations) অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত থাকে।

প্রশ্নাবলি:

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণ স্বাধীনতা কীভাবে তুরস্কের মুদ্রাস্ফীতি সমস্যাকে আরও সংকটময় করে তুলেছিল?

(খ) একটি দেশের মুদ্রার মানের দ্রুত পতনে কীভাবে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়? প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি কমাতে নীতি সুদ (Policy interest) হার বৃদ্ধি করে কেন? সহজ ভাষায় বিবৃত করুন।

(ঘ) তুরস্কের মুদ্রাস্ফীতি অভিজ্ঞতার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি শিক্ষা কী হতে পারে তা উল্লেখ করুন।

(ক) **উত্তর:** দুর্বল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাকে আরও তীব্র করেছে, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীনভাবে কার্যকর মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে পারেনি। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণত সুদের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলেও রাজনৈতিক চাপের কারণে সুদের হার কমানো হয়েছিল। এর ফলে অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ ও সামষ্টিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস পায়, বিদেশে মূলধন চলে যেতে থাকে এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে। এসব কারণে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি আরও বেড়ে যায়।

i) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার বৃদ্ধি করার পরিবর্তে সুদের হার কমানো হয়েছিল, যার ফলে অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ii) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বল স্বাধীনতার কারণে বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস পেয়েছিল, ফলে বিদেশে মূলধন স্থানান্তরের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

iii) মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা সামগ্রিক মূল্যস্তর ও মুদ্রাস্ফীতি আরও বৃদ্ধি করেছিল।

(খ) **উত্তর:** যখন কোনো দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে, তখন বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দাম স্থানীয় মুদ্রায় বৃদ্ধি পায়। তুরস্ক জ্বালানি, খাদ্য, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির মতো বিভিন্ন আমদানিকৃত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে এসব পণ্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যায়। পরে উৎপাদকরা অতিরিক্ত ব্যয় পণ্যের মূল্যের মাধ্যমে ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে বাজারে পণ্যের সামগ্রিক মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

i) মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য ও কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

ii) আমদানিনির্ভর জ্বালানি, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

iii) উৎপাদকরা অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় ভোক্তাদের ওপর স্থানান্তর করলে বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

(গ) **উত্তর:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার বৃদ্ধি করে অর্থনীতিতে সামষ্টিক চাহিদা কমানোর চেষ্টা করে। যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তখন ঋণ গ্রহণ ব্যয়বহুল হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উভয়ই কম ঋণ গ্রহণ করে এবং ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পায়। এর ফলে অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ ও সামষ্টিক চাহিদা কমে যায়। চাহিদা কমে গেলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির চাপও হ্রাস পায়, যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

i) উচ্চ সুদের হার ঋণ গ্রহণ ও অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করে, ফলে অর্থনীতিতে চাহিদা হ্রাস পায়।

ii) সুদের হার বৃদ্ধির কারণে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ কমে যায়, যার ফলে অর্থের সরবরাহ ও সামষ্টিক চাহিদা হ্রাস পায়।

iii) সামষ্টিক চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে পণ্যের দামের ওপর চাপ হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে।

(ঘ) **উত্তর:** বাংলাদেশ তুরস্কের অভিজ্ঞতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আর্থিক খাতে আস্থা ধরে রাখতে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সঠিক সময়ে কার্যকর মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে

অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হয়। একই সঙ্গে সুদের হার, অর্থের সরবরাহ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের মতো মুদ্রানীতি উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

i) বাংলাদেশে রাজনৈতিক চাপমুক্ত শক্তিশালী ও স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক বাস্তবতার ভিত্তিতে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

ii) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার, অর্থের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য উপযুক্ত মুদ্রানীতি উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে অর্থনীতিতে মূল্যস্থিতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

তুলনা ও বৈসাদৃশ্য"

প্রশ্ন-01: অতিমুদ্রাস্ফীতি ও স্থবিমুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য: BPE-6th.

দিক	অতিমুদ্রাস্ফীতি Hyper-inflation	স্থবিমুদ্রাস্ফীতি Stagflation
অর্থ	অতিমুদ্রাস্ফীতিতে পণ্যের দাম খুব দ্রুত বাড়ে এবং অর্থের মূল্য খুব দ্রুত কমে যায়।	স্থবিমুদ্রাস্ফীতিতে দাম বাড়ে, কিন্তু অর্থনীতি বাড়ে না এবং বেকারত্বও বেশি থাকে।
অর্থনৈতিক অবস্থা	অল্প সময়ে দাম অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি হয়।	দাম ধীরে ধীরে বাড়ে, কিন্তু অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।
মানুষের জীবনে প্রভাব	মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে কষ্ট পায় এবং সঞ্চয়ের মূল্য কমে যায়।	মানুষ চাকরি হারায়, আয় কমে যায় এবং জীবনযাত্রার মান খারাপ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-02: আপনি কিভাবে প্রকৃত /রিয়েল এবং নামমাত্র /নমিনাল সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য করবেন?

অথবা, নামমাত্র সুদের হার, প্রকৃত সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th. BPE-6th.

অথবা, মুদ্রাস্ফীতির সাথে নামমাত্র সুদের হার এবং প্রকৃত সুদের হার কীভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করুন? BPE-99th.

	নামমাত্র / নমিনাল সুদের হার	প্রকৃত/ রিয়েল সুদের হার
সংজ্ঞা	মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা না করেই বর্ণিত বা প্রকাশিত সুদের হার হল নমিনাল সুদের হার	নামমাত্র/ রিয়েল সুদের হারে মুদ্রাস্ফীতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে
মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্য	সাধারণ মূল্য স্তরের পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়।	মুদ্রাস্ফীতির কারণে টাকার ক্রয় ক্ষমতার পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে।
পরিমাপমাণ	এটি বিনিয়োগে প্রকৃত সুদ প্রতিফলিত করে।	মুদ্রাস্ফীতির জন্য হিসাব করার পরে এটি বিনিয়োগ বা ঋণে অর্জিত বা হারানো প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা প্রতিফলিত করে।

সম্পর্ক: নামমাত্র / নমিনাল সুদের হার (NRI), প্রকৃত/ রিয়েল সুদের হার (RRI), এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা করা যেতে পারে: $NRI = RRI + \text{Inflation}$

যেখানে:

- NRI নামমাত্র/ নমিনাল সুদের হারকে ইঙ্গিত করে।
- RRI সুদের প্রকৃত/ রিয়েল হারকে বোঝায়, যে হার মূল্যস্ফীতির জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- মুদ্রাস্ফীতি: যে হারে পণ্য ও পরিষেবার সাধারণ স্তরের দাম বাড়ছে।

যখন মুদ্রাস্ফীতি ইতিবাচক হয়, তখন সুদের নামমাত্র হার প্রকৃত সুদের হারের চেয়ে বেশি হবে। বিপরীতভাবে, যখন মুদ্রাস্ফীতি ঋণাত্মক হয় (অস্ফীতি), তখন সুদের নামমাত্র হার প্রকৃত সুদের হারের চেয়ে কম হবে।

প্রশ্ন 03: অর্থ এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করুন। BPE-99th.

বিষয়	অর্থ (Money)	ঋণ (Credit)
সংজ্ঞা	পণ্য ও সেবার বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য বিনিময় মাধ্যম।	ধার নেওয়া অর্থ যা সুদসহ ফেরত দিতে হয়।

প্রকৃতি	স্পর্শযোগ্য বা ডিজিটাল (যেমন, নগদ টাকা, কয়েন, ব্যাংক আমানত)।	অস্পর্শযোগ্য; এটি পুনঃপরিশোধের প্রতিশ্রুতি।
মালিকানা	ধারকের মালিকানাধীন, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।	ধারদাতার কাছে অর্থ ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে।

"সংক্ষিপ্ত টাকা"

প্রশ্ন-01. অর্থের গতিবেগ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা কেনার জন্য একটি মুদ্রার ইউনিট গড়ে যতবার হাতবদল হয়, তাকে **অর্থের গতিবেগ** বা **Velocity of Money** বলে। মূলত, এটি একটি অর্থনীতিতে টাকা কত দ্রুত এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘোরে বা টার্নওভার হয়, তার হার পরিমাপ করে।

গণনার সূত্র:

অর্থের গতিবেগ নির্ণয়ের আধুনিক সমীকরণটি হলো:

$$V = \frac{P \times Y}{M}$$

এখানে:

- V = অর্থের গতিবেগ (Velocity)
- M = বাজারে মোট অর্থের সরবরাহ (Money Supply)
- P = সামগ্রিক মূল্যস্তর বা দামের স্তর (Price Level)
- Y = দেশের প্রকৃত উৎপাদন বা রিয়াল জিডিপি (Real GDP)

(এখানে $P \times Y$ হলো দেশের নামমাত্র জিডিপি বা *Nominal GDP*। অর্থাৎ, মোট জিডিপি-কে মোট অর্থের সরবরাহ দিয়ে ভাগ করলেই অর্থের গতিবেগ পাওয়া যায়।)

উদাহরণ:

যদি কোনো দেশের মোট অর্থ সরবরাহ (M) হয় ১০০ টাকা এবং সেই বছরে মোট ৫০০ টাকার ($P \times Y$) পণ্য ও সেবা কেনা হয়, তবে অর্থের গতিবেগ হবে $V = \frac{500}{100} = 5$ । অর্থাৎ, প্রতিটি টাকা গড়ে ৫ বার হাতবদল হয়েছে।

প্রশ্ন-02. মানি মাল্টিপ্লায়ার (Money Multiplier): BPE-99th

মানি মাল্টিপ্লায়ার হল সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি মৌলিক ধারণা যা ব্যাংক ঋণের কারণে অর্থ সরবরাহের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের ইঙ্গিত করে। ভগ্নাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, ব্যাংকগুলি আমানতের একটি ভগ্নাংশ রিজার্ভ হিসাবে ধরে রাখে এবং অবশিষ্টাংশ ধার দেয়। যেহেতু এই ধারের পরিমাণ পুনরায় জমা করা হয় এবং কয়েকবার পুনরায় ধার দেওয়া হয়, প্রাথমিক আমানত মোট অর্থ সরবরাহের একাধিক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, 10% এর রিজার্ভ অনুপাতের সাথে, \$১০০ আমানত অর্থ সরবরাহে সম্ভাব্য \$1,000 তৈরি করতে পারে। সূত্র, $MM = 1 / \text{রিজার্ভেরাশিও}$ । $MM = 1 / \text{রিজার্ভেরাশিও}$, এই গুণক প্রভাবকে পরিমাপ করে। যদিও ফাঁসের কারণে প্রায়শই তাত্ত্বিক সর্বাধিক পৌঁছানো যায় না, আর্থিক সরবরাহ সম্পর্কিত নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য এই গুণকটি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-03: ফিয়াট মানি (আইনসম্মত মুদ্রা) এবং ফিডুশিয়ারি মানি (বিশ্বাসভিত্তিক মুদ্রা) কী? [BPE-5th]

আইনসম্মত মুদ্রা (Fiat Money): ফিয়াট মানি হলো সেই ধরনের অর্থ যার মূল্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত এবং এটি কেবলমাত্র সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী মূল্যবান হিসেবে গণ্য হয়। এটি স্বর্ণ বা রূপার মতো কোনো মূল্যবান ধাতুর দ্বারা সমর্থিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রতিদিন যে কাগজে নোট ও কয়েন ব্যবহার করি, তা ফিয়াট মানি। জনগণ এটি গ্রহণ করে কারণ সরকার এর মূল্য নিশ্চিত করে।

বিশ্বাসভিত্তিক মুদ্রা (Fiduciary Money): ফিডুশিয়ারি মানি হলো সেই অর্থ যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। এটি কোনো মূল্যবান পদার্থ দ্বারা গঠিত নয় এবং কোনো বাস্তব সম্পদের দ্বারা সমর্থিতও নয়। এটি ব্যবহৃত হয় কারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে এটি পণ্য বা সেবার বিনিময়ে ব্যবহারযোগ্য। এর উদাহরণ হলো চেক ও ব্যাংক ড্রাফট।

প্রশ্ন 04: আর্থিক নীতির কঠোরতা (Monetary tightening) কীভাবে ব্যাংকিং খাতের তারল্য এবং ঋণ প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তা মূল্যায়ন করুন। BPE-7th

উত্তর: Monetary Tightening বা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বলতে অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ হ্রাস করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতিকে বোঝায়। এ নীতির আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সুদের হার বৃদ্ধি করে এবং CRR, SLR ও Open Market Operation-এর মতো উপকরণ ব্যবহার করে। এর ফলে ব্যাংকিং খাতের তারল্য ও ঋণ প্রবৃদ্ধির ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে।

যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে, তখন ব্যাংকগুলোকে অধিক রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হয় এবং তহবিল সংগ্রহের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সামগ্রিক তারল্য কমে যায়। একই সঙ্গে ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণের চাহিদাও কমে যায়।

i) রিজার্ভ সংরক্ষণের হার বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ শোষণের কারণে ব্যাংকিং খাতের তারল্য হ্রাস পায়।

ii) নীতিগত সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।

iii) উচ্চ সুদের হার ভোগ ও বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে, যার ফলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়।

iv) তারল্য সংকট ও ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নীতি অনুসরণ করে।

প্রশ্ন 05: ‘সরকার-এর ব্যাংক’ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। BPE-7th

উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক “সরকারের ব্যাংকার” হিসেবে সরকারের পক্ষে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি সরকারের হিসাব সংরক্ষণ, সরকারি অর্থ গ্রহণ ও পরিশোধ এবং সরকারি তহবিল দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা ও স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্বও পালন করে।

i) কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের হিসাব সংরক্ষণ করে এবং কর, ফি ও অন্যান্য সরকারি রাজস্ব গ্রহণ করে।

ii) এটি সরকারের পক্ষে বেতন, পেনশন এবং উন্নয়ন ব্যয়সহ বিভিন্ন সরকারি অর্থ পরিশোধ করে।

iii) অস্থায়ী বাজেট ঘাটতি বা নগদ অর্থের সংকট মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করে।

iv) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারি বিল ও সরকারি বন্ড ইস্যু এবং পরিশোধ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি ঋণ পরিচালনা করে।

End of Chapter

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

 WhatsApp: 01310-474402